চিত্রশিল্পী সুকুমার সেন জন্মশতবর্ষে

আলোচনা — অবনীন্দ্রনাথের শিল্পকলা

বলবেন চিত্রসমালোচক শ্রী প্রশান্ত দাঁ

৯ সেপ্টেম্বর রবিবার বিকেল ৩টে

স্থান শান্তিপুর শরৎকুমারী উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়

আপনার সাদর আমন্ত্রণ

খবরের কাগজ

সংবাদমন্থন

Vol 4 Issue 5 1 September 2012 Rs. 2 http://www.songbadmanthan.com

চতুর্থ বর্ষ পঞ্চম সংখ্যা ১ সেপ্টেম্বর ২০১২ শনিবার ২ টাকা

• দাঙ্গার শুরু পৃ ২ • চলতে চলতে পৃ ২ • নুরুল হুদা পৃ ৩ • মানেসরের ডায়েরি পৃ ৩ • কবিতা–দাদু পৃ ৩ • যমুনাদীঘি পৃ ৪ • দ্রোন পৃ ৪ • অকুপাই পৃ ৪

অবিচার

মার্কিন ছাত্রী র‍্যাচেল কোরি ২০০৩ সালের মার্চ মাসে গাজা স্ট্রীপে প্যালেস্টাইনের মানুষের বাসস্থানগুলি বাঁচানোর জন্য ধেয়ে আসা ইজরায়েল সেনাবাহিনীর বুলডোজারের সামনে দাঁড়িয়েছিল। বুলডোজার পিষে দিয়েছিল তাকে। সম্প্রতি ইজরায়েলের এক আদালত রায় দিয়েছে, নিজের মৃত্যুর জন্য দায়ী র‍্যাচেল নিজে। বিচারক অডেড গার্শন-এর মন্তব্য, 'র‍্যাচেল সহজেই যে কোনো দায়িত্বশীল ব্যক্তির মতো বিপদ থেকে নিজেকে সরিয়ে নিতে পারত।' এর প্রতিবাদে কার্টুনটি এঁকেছেন ব্রাজিলিয়ান কার্টুনিস্ট কার্লোস লাতুফ। খবর চারের পাতায়।

জাইতাপুর পরমাণু কেন্দ্রের বিরুদ্ধে এবার দলগুলির উঁচুদরের নেতারা

সংবাদমন্থন প্রতিবেদন, কলকাতা, ৩০ আগস্ট •

'জাইতাপুর লড়াই-এর সংহতিতে জাতীয় কমিটি'–র উদ্যোগে রাজনৈতিক দলগুলির শীর্ষস্থানীয় নেতারা প্রধানমন্ত্রীকে লেখা একটি চিঠিতে জাইতাপুর পরমাণু কেন্দ্র বাতিলের দাবি জানালেন। এদের মধ্যে আছেন সিপিআইএম দলের প্রকাশ কারাট, সীতারাম ইয়েচুরি, সিপিআই দলের এবি বর্ধন, লোক জনশক্তি পার্টির প্রধান রামবিলাস পাসোয়ান, জনতা দল সেকুলারের নেতা দানিশ আলি, তেলেগু দেশম পার্টির নামা নাগেশ্বর রাও।

২৭ আগস্ট পাঠানো এই চিঠিতে বলা হয়েছে, ফ্রান্সের আরেভা কোম্পানির চুল্লিতে বিপজ্জনক কিছু নিরাপত্তাজনিত ত্রুটি রয়েছে, যার কথা বারবার বলেছে বিশেষজ্ঞরা, সাংসদরা এবং স্থানীয় মানুষ। এবং এই প্রকল্পটির কোনো বিজ্ঞানসম্মত নিরাপত্তা পরীক্ষাই হয়নি। এর সেফটি অডিটও কেউ জানে না। তাছাড়া স্থানীয় মানুষ এই প্রকল্পের বিরোধিতা করছে। শর্তসাপেক্ষে ২০১০ সালে কেন্দ্রীয় পরিবেশ মন্ত্রক যে ছাড়পত্রটি দিয়েছে, তা পরিবেশের ওপর প্রভাবের একটি ভুলে ভরা সমীক্ষার ওপর দাঁড়িয়ে। এটা বানাতে খরচ কত হবে তাও জানাচ্ছে ভারতের পরমাণু কর্তৃপক্ষ। আরেভার প্রস্তাবিত 'ইউরোপিয়ান প্রেসারাইজড রিয়াক্টর' বা ইউরোপীয় চাপিত চুল্লি পরীক্ষিত নয়। খোদ ফ্রান্সই এই চুল্লির সমালোচনা করেছে। ফিনল্যান্ড এবং ফ্রান্সে বসতে চলা এই ধরনের দুটি চুল্লি গঠনের সময়সীমা ছাড়িয়ে গেছে চারবছর হয়ে গেল, এখনও সেখানে চুল্লি বসানোর কাজ সম্পূর্ণ হয়নি। উপরন্তু বাড়ছে খরচ। তাছাড়া দেনায় নিমজ্জিত হয়েছে ওই আরেভা কোম্পানি।

চিঠিতে নেতারা কুদানকুলামের পরমাণু চুল্লি নিয়ে কিছু বলেননি, যদিও কুদানকুলামের রাশিয়ান চুল্লিগুলি সম্পর্কেও এসমস্ত কথাই খাটে।

নিরাপত্তার নামে নিরীহদের ওপর পুলিশের অত্যাচার

ঢাকুরিয়া লেক-এ

শিল্পী মৈত্র, কলকাতা, ২৮ আগস্ট •

— একদিন আল্লাহ বান্দাকে ডেকে বলল, 'দেখ তুই তো রোজ আমার কাছে ফুল চাস। আজ আমার বাগানটাই তোকে দিলাম, কত ফুল নিবি নে।' বান্দা বাগানে সারাদিন ঘুরল জানো, কিন্তু কোনো ফুলই আর পছন্দ করে উঠতে পারল না। কারণ সবই তো সুন্দর! শেষে সন্ধ্যের আগে বাগানের মাঝখানে দাঁড়িয়ে চোখ বুজে হাত বাড়াল, হাতে যে ফুলটা ঠেকল সেটা নিয়েই বান্দা চলে গেল। তারপর আল্লাহ বান্দাকে জিজ্ঞেস করল বুঝলে, 'আমি তো পুরো বাগানটাই দিলাম, তুমি শুধু ওই ফুলটাই নিলে কেন?' বান্দা বলল, 'আমি তো রোজ একটাই ফুল চেয়েছি তোমার কাছে আল্লা, আর সব ফুলই তো সুন্দর কারণ তোমার তৈরি যে।' প্রেমিকাটি বলল, 'হ্যাঁ, দেখো, আমাদের জীবনেও তো এমনই হয় বলো। কতজনের মধ্যে থেকে একজনকে বেছে বিয়ে করতে হয়।' প্রেমিক বলে, 'আসলে জানো তো, আল্লাকে ভালবাসলে মানুষকেও ভালবাসতে হয়, মানুষ তো আল্লারই তৈরি বলো।'

গত শনিবার ২৫ আগস্ট সন্ধ্যেবেলা রবীন্দ্র সরোবরে এরকমই একটা কথোপকথন চলছিল আমার পাশে বসা প্রেমিক প্রেমিকার মধ্যে। আরও কিছু কথাবার্তা শুনে বুঝতে পারছিলাম, ওরা আকড়া লাইনের ট্রেন ধরতে চায় আটটার দিকের। হাতে বড়ো জোর আর ১৫ কি ১৮ মিনিট সময় বাকি। দুজন ছাড়াছাড়াই বসেছিল। বয়স দুজনেরই আন্দাজ আঠারো কুড়ির মধ্যে। চেহারা ও কথায় গ্রাম্য ছাপ রয়েছে। হিন্দি ছবি 'মন'–এর 'চাহা হ্যায় তুমকো' গানের ভিডিওটা দুজনে মিলে দেখতে দেখতে কথা বলছিল। আমার ফোন আসায় একটু তফাতে যেতেই একটা জোরালো টর্চের আলোর সঙ্গে এক অদ্ভুত আর্তনাদে ফিরে দেখি, একটু দূরে নিয়ে গিয়ে বেদম মার মারছে দু–তিনজন লম্বা চেহারার লোক, সেই ছোট্ট চেহারার ছেলেটিকে। প্রেমিকাটি ভয়ে কেঁদে কেঁদে ছেলেটিকে ওদের হাত থেকে ছাড়ানোর চেষ্টা করছে। 'কী হচ্ছে এটা' জিজ্ঞেস করতেই পাশে দাঁড়ানো এক ভদ্রলোক জানালেন, বোধহয় কিছু করছিল, তাই পুলিশ রেড–এ এসে ওদের ধরেছে। কিন্তু আমি কিছু করতে দেখিনি ওদের। যথেষ্ট ভদ্রভাবেই বসেছিল। একজন ভদ্রমহিলা বললেন, ওরা ওরকম যাকে পারে তুলে নিয়ে গিয়ে মারধর করে টাকা খাবার জন্য। 'আরে, আমি তো নিজে দেখেছি ওরা কিছু করেনি।' বলেই দৌড়ে গিয়ে জিজ্ঞেস করলাম, আপনারা এভাবে ওকে মারছেন কেন? কী হয়েছে বলবেন?

ছেলেটি বলতে লাগল, 'দিদি আপনি তো দেখেছেন, আমরা কিছু অসভ্যতা করছিলাম? বলুন না।' যারা মারছিল, তাদের মধ্যে থেকে একজন স্থূল চেহারার লোক বললেন, 'শুনুন ম্যাডাম, পুলিশের কাজে বাধা দেবেন না। আর বেশি কথা বলতে আসবেন না।' 'কেন কিছু জানতে চাইব না কেন? আমি প্রত্যক্ষদর্শী। ওরা কিছু অশ্লীল আচরণ করেনি নিজেদের মধ্যে। কেন মারছেন জানতে চাইব না কেন?' ব্যস, বেধে গেল আমার সঙ্গে তর্কাতর্কি। এদিকে ছেলেটিকে বগলদাবা করে একজন এগিয়ে চলেছে — মেয়েটি সঙ্গে সঙ্গে কাঁদতে কাঁদতে যাচ্ছে। বারবার মেয়েটি বলছে, 'আমাদের এভাবে অপমান কোরো না সবার সামনে। আমরা তো কিছু করিনি।' বগলদাবা করা লোকটি (পুলিশটি) ছেলেটির কানের কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে কী যেন বলছিল। যে টেনে নিয়ে যাচ্ছে, সেই পুলিশকর্মীর ভাষা শুনবেন? বললেন, 'চুপ কর মাগি। তোর জন্য এই ছেলেটা নষ্ট হচ্ছে।' সরোবরে প্রবেশদ্বারের বাইরে ওদেরকে গাড়িতে তোলার আগে ছেলেটিকে আবার মারতে শুরু করল মাটিতে পেরে ফেলে। মেয়েটি চরম আর্তনাদ করে উঠল।

এরপর দুয়ের পাতায়

'আপনারা লাইনে ট্রেনের সামনে বসে পড়ুন'

শমিত আচার্য, শান্তিপুর, ৩০ আগস্ট •

প্রতিদিনই সকাল দশটা পাঁচের শান্তিপুর শিয়ালদা লোকাল দেরিতে ছাড়ায় কয়েক হাজার যাত্রী অসুবিধায় পড়ছে। গত জানুয়ারি মাসের পর থেকেই এই সমস্যার ভুক্তভোগী লোকালের নিত্যযাত্রীরা। ট্রেন লেট হওয়াতে যাত্রীরা বিরক্ত হয়ে উঠছে, কর্মস্থলে পৌঁছতে তাদের দেরি হচ্ছে।

গত এপ্রিল মাসে এই অসুবিধার জন্য প্রায় একঘন্টা রেল অবরোধ করে নিত্যযাত্রীরা। কয়েকদিন ট্রেন ঠিকঠাক চললেও আবার লেট করতে শুরু করে।

একাধিকবার স্টেশন আধিকারিকের সঙ্গে যাত্রীরা দেখা করে এবং তাদের অসুবিধার কথা বোঝাতে চেষ্টা করে। তিনি বিষয়টি বুঝলেও এব্যাপারে তাঁর অপারগতার কথা জানান এবং বলেন, উর্ধতনকে জানাব। গত ২৯ আগস্ট কালিনারায়ণপুর জংশন স্টেশনে একটি পয়েন্ট বসে যাওয়ায় ট্রেনটি ঢুকতে দেরি করে। অপরদিকে ডাউন শিয়ালদা ট্রেনটি ছাড়তে দেরি করে। উপস্থিত যাত্রীদের অনেকেই স্কুল শিক্ষক এবং ছাত্রছাত্রী। যদিও তাদের অনেকেই কিন্তু ব্যাপারটি নির্বিকারে সহ্য করছে। উপস্থিত যাত্রীদের কেউ কেউ স্টেশন মাস্টারের কাছে গিয়ে বলাতে তিনি তাঁর অক্ষমতার কথা জানান। এবং বলেন, অবরোধ ছাড়া এর কোনো প্রতিকার নেই। আপনারা লাইনে ট্রেনের সামনে বসে পড়ুন। অর্থাৎ পরোক্ষভাবে তিনি ট্রেন অবরোধ করতে বলেন। সেইমতো কিছু যাত্রী ট্রেনটি অবরোধ করে। অসংগঠিত যাত্রীদের ওইদিনের অবরোধ পনেরো মিনিট চলে। তারপর আরপিএফ বুঝিয়ে সমাধানের চেষ্টা চালানো হবে বললে অবরোধ ওঠে।

বোঝা যাচ্ছে, সাধারণ আবেদন নিবেদনে কোনো সমস্যা আর মিটবে না। ডিরেক্ট অ্যাকশনই একমাত্র রাস্তা। অন্তত সেদিনের কর্তব্যরত স্টেশন আধিকারিকের মন্তব্যে সেরকমই ইঙ্গিত মিলল।

ফটো প্রদর্শনীতে স্মৃতিসৌধ বাঁচানোর ডাক

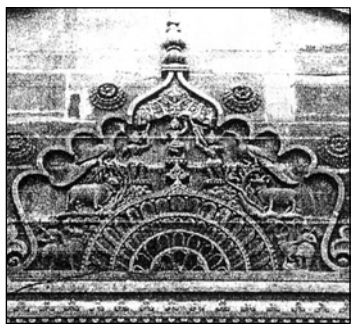

তমাল ভৌমিক, ভবানীপুর, ২৭ আগস্ট •

বৃন্দাবনের ফটো বা আলোকচিত্র প্রদর্শনী হচ্ছে ভবানীপুরে সরু গলির ভেতরে একটা ছোট্ট দোকানে। দোকানের নাম 'ঋতু', গলির নাম চন্দ্রনাথ চ্যাটার্জী স্ট্রীট। ঈদের দিন সন্ধ্যেবেলা পাড়ায় ঘুরতে ঘুরতে টুক করে ঢুকে পড়লাম। দোকানি রাজা ব্যাগ বিক্রি করে, পাহাড়ে চড়ার তাঁবু, স্লিপিং ব্যাগ ও অন্যান্য সাজসরঞ্জাম ভাড়া দেয়। আর ফটো তোলে। অবশ্য ফটো তোলার কায়দা–কানুনও শেখায় এই দোকানে বসে। খুবই ভালো ফটোগ্রাফার রাজা। ভালো নাম অভিমন্যু দত্ত। এবারের এই বৃন্দাবন নিয়ে প্রদর্শনী এর আগে 'গ্যালারি গোল্ড'এ দেখানো হয়েছে। অনেক ছবি। সব এই ছোটো দোকানঘরে সাজানো যায়নি। তবু যেগুলো টাঙ্গানো হয়েছে, চমৎকার।

এরপর দুয়ের পাতায়

'জেলের মধ্যে পুলিশের ব্যবস্থাপনা থাকলেও প্রকৃত অর্থে জেল চালায় কয়েদিরাই'

২০ জুন ২০১২ নোনাডাঙার বস্তি উচ্ছেদের বিরুদ্ধে ধর্মতলায় প্রতিবাদে শামিল আন্দোলনকারীদের প্রথমে গ্রেপ্তার, পরে পুলিশ হেফাজত ও জেল হেফাজতে থাকার সময়ে জেলের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে জেলের অবস্থা সম্পর্কে জানিয়েছেন রঞ্জন। এবার দ্বিতীয় কিস্তি •

লালবাজার লকআপে দিনে দুবার খাবার দেওয়া হত। সকালে সাড়ে আটটার সময় আর রাতে সাড়ে আটটায়। এর মাঝে বারো ঘন্টা কোনো খাবার দেওয়া হয় না। জেলে সকালে দুটো বিস্কুট আর চা দেওয়া হত, আর সন্ধ্যেবেলা দুটো বিস্কুট আর চা দেওয়া হত। কেউ কেউ রাতে ভাতের বদলে রুটি নিলে তার থেকে রুটি রেখে দিত সকালের জন্য। প্রথম কয়েকদিন এভাবে চলার পর আমরা সকলে মিলে দাবিদাওয়া করলে সকালে দুটোর বদলে আমাদের ছ–টা বিস্কুট দেওয়া হল। এখানে হঠাৎ কীভাবে বিস্কুটের বরাদ্দ বাড়ানো হল তা আমাদের জানা ছিল না, আর অন্যান্য কয়েদীদের জন্যও সেই বরাদ্দ বেড়েছিল কিনা তাও আমাদের পক্ষে জানা সম্ভব হয়নি।

লকআপে নিয়মিত কয়েদিদের স্বাস্থ্য পরীক্ষার ব্যবস্থা রয়েছে, তবে তা নামে মাত্রই। ডাক্তারদের সকলকে দেখে MBBS পাশ করা বলে মনে হয়নি। জেলের কেউ হঠাৎ অসুস্থ হলে তার জন্য ওষুধপত্রের বিশেষ কোনো ব্যবস্থা নেই, এ ব্যাপারে ডাক্তারদের কাছে জানতে চাইলে তাঁরা বলেন তাঁদের কিছু করার নেই।

লালবাজারে জেরার দিনগুলি

ধর্মতলা থেকে ধরা নোনাডাঙার উচ্ছেদ বিরোধী আন্দোলনকারীদেরকে জেরা করত STF এর অফিসাররা। জেরার ধরনটা ছিল এমন যেন তারা ভারতরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করছে এবং অবশ্যই তা মাওবাদী মদতে। আন্দোলনকারীরা রাষ্ট্রদ্রোহিতার কাজ করছে। সাধারণ মানুষের অধিকার নিয়ে প্রতিবাদ আন্দোলনকে সরকার রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে যুদ্ধ হিসাবেই দেখছে। অথচ লালবাজারে পুলিশকর্মীদের মধ্যে থেকেই কয়েকজনকে বলতে শোনা গেছে, গণআন্দোলনের কর্মীদের এইভাবে দীর্ঘদিন আটকে রাখার কোনো নজির আগে ছিল না।

জেরার সময়ে প্রশ্নের ধরন ছিল — মাওবাদী নামে পরিচিত কয়েকজনকে আমরা চিনি কিনা? তারা কোথা থেকে আসে, আমরা তাদের চিনলাম কী করে, মাওবাদীদের মধ্যে কারা আসে, এই বলে কয়েকজনের ফটো দেখিয়ে আমাদের কাছে জানতে চাওয়া হয় আমরা তাদের চিনি কিনা। বস্তিতে বসবাসকারীদেরকে বারবার জবরদখলকারী রূপে প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা করা হয়। অর্থাৎ বর্তমান সরকার শহর গ্রামের গড়ে ওঠার ইতিহাসকেই অস্বীকার করছে। গ্রাম থেকে শহরে কায়িক শ্রমের কাজে দিনমজুর মানুষ হল শহরের উৎপাত, এ কথাটাই যেন বিভিন্নভাবে পুলিশের জেরার হাবেভাবে উঠে আসছিল।

জেরার সময় জানতে চাওয়া হয়েছিল এই যে এখানে কমন রান্নাঘর রয়েছে, প্রতিদিন তার প্রয়োজনীয় রসদ কোথা থেকে আসছে, কোনো বিদেশি তহবিল এর পিছনে আছে কিনা? এই সময় সকলের সিআরএস (ক্রিমিনাল রেকর্ড) রেকর্ড করা হয়। জেরার সময় কম বয়সিদেরকে প্রায়শই ভয় দেখানো হত। তাদের ওপর মানসিক চাপ বাড়িয়ে তাদেরকে ভীত সন্ত্রস্ত করার চেষ্টা চলত অনবরত। লালবাজারের থাকাকালীন পুলিশ মোটামুটিভাবে আমাদের সাথে ভালো ব্যবহার করেছিল, তারাও বুঝতে পারছিল না এইভাবে আমাদের আটকে রাখার পিছনে কী যুক্তি থাকতে পারে।

কোর্টের লকআপে সারাদিন

আদালতে যেদিন আমাদের ডাক পড়ত সেদিন সারাদিন ব্যাঙ্কশাল কোর্টের লকআপে আমাদের থাকতে হত। সেদিনটা সকল কয়েদিদের জন্যই ছিল ভয়ঙ্কর দিন। কোর্টের লকআপের জায়গাটি ছিল অত্যন্ত অস্বাস্থ্যকর। খোলা বাথরুম, তার পাশেই লকআপ, ঘন্টার পর ঘন্টা সেখানে কয়েদিদের দাঁড় করিয়ে রাখা হত। সাধারণত বাড়ির লোকজনকে সেখানে ঢুকতে দেওয়া বা কোনো বাইরের খাবার দাবার সেখানে দিতে দেওয়া হত না। তবে বড়ো বড়ো খুনি আসামীদের জন্য নিয়মের বদল হতে দেখা যায়। পুলিশের সাথে তাদের অন্য বোঝাপড়া থাকায় তারা সবরকম সুবিধা পেত। কোর্টে সারাদিন থাকাকালীন জল তেষ্টা পেলে বাথরুম লাগোয়া একটি ট্যাপ কল দেখিয়ে দেওয়া হত। সেটা আদৌ খাবার জলের কল কিনা দেখে সন্দেহ হত।

আদালতে ৩০ জুন আমাদের জেল হেফাজতের নির্দেশ দেওয়া হয়। যদিও আমাদের বিরুদ্ধে আনা অস্ত্র জড়ো করা বা পুলিশের ওপর হামলা করার কোনো অভিযোগই প্রমাণিত হয়নি। এর সাথে বিনা অপরাধে সুনীল কুমার গুপ্তারও একই সাজা হয়। আন্দোলনকারীদের সাথে তাকেও সমানভাবে বন্দি জীবন কাটাতে হয়। প্রত্যেকবার তার জন্য আলাদা করে উকিল দাঁড়ালেও তার কথার কোনো গুরুত্ব দেওয়া হয় না এবং পুলিশের তরফেও তার কোনো ব্যবস্থা নেওয়া হয় না। আর সরকারের উকিল বিচারকদের তো কোনো ইচ্ছাই নেই প্রকৃত তথ্য জানতে চাওয়ার। না হলে এর আগে নোনাডাঙায় প্রতিবাদী বস্তিবাসীদের গ্রেপ্তার হওয়ার পর দুবার পুলিশ কাস্টডি দেওয়ার পরও পুলিশ কোনো প্রমাণ না দিতে পারা সত্ত্বেও পুলিশের মিথ্যা অভিযোগের ভিত্তিতে আটক এই দিনমজুর বস্তিবাসীদের বিচারক ৫০০০ টাকা আর্থিক জরিমানার ভিত্তিতে জামিনের নির্দেশ দেন। বস্তিবাদীদের পক্ষে সওয়াল করতে ওঠা উকিল বারবার অনুরোধ করা সত্ত্বেও, এমনকী সচক্ষে তাদের চেহারা দেখে, তাদের অবস্থা বুঝে এই জরিমানা মকুবের কথা বললেও বিচারক তাতে কর্ণপাত করেননি।

এরপর তিনের পাতায়

সম্পাদকের কথা

দৌরাত্ম — অটোর না মিডিয়ার

এক মায়ের কোল থেকে বাচ্চা পড়ে যাওয়ার পর অটোচালকের অটো সঙ্গে সঙ্গে না থামানোকে ইসু করে বড়ো মিডিয়ার 'দৌরাত্ম' শুরু হল। 'অটোর দৌরাত্ম' তাদের একটা বিষয় হয়ে উঠল! বড়ো মিডিয়া ক্ষমতাবান। বিজ্ঞাপনের মোটা টাকার জোর, টিভির চ্যানেলের রেটিং বা খবরের কাগজের সার্কুলেশন আর পিছনে কর্পোরেট দাদাদের মাতব্বরি — তাদের ক্ষমতার উৎস। এই ক্ষমতার জোরে তারা বুদ্ধিজীবী আর রাজনৈতিক নেতাদের জুটিয়ে নেয় সঙ্গে। তারপর টার্গেট করে কখনো অটোচালকদের, কখনো ঠ্যালা–রিকশাওয়ালাদের, কখনো সাইকেলচালকদের, কখনো হকারদের, কখনো বস্তিবাসীদের। কিছু দোষত্রুটি থাকেই। কিন্তু সেটাকে প্রয়োজন মতো বড়ো করে ফেনিয়ে তোলা হয়। আবার প্রয়োজন মতো জলজ্যান্ত ঘটনাকে দেখেও না দেখার ভান করা হয়। কোথাও জোরালো আলো ফেলা, কোথাও অন্ধকার কায়েম রাখা — এইসব নিত্যনৈমিত্তিক কাণ্ডকে ঘিরেই মিডিয়ার পলিটিক্স — ক্ষমতার রাজনীতি।

পশ্চিমবঙ্গে, বিশেষত কলকাতার মতো শহরে প্রথমে সরকারি পরিবহণ ব্যবস্থাকে ইচ্ছাকৃতভাবে ভেঙে ফেলা হয়েছে। তারপর শহরের রাস্তায় সাইকেল, ভ্যান, রিকশা চালানো নিষিদ্ধ করা হয়েছে। যানবাহনের সেই অভাব পূরণ করে বেসরকারি বাস আর অটো। শহরের কোনো কোনো এলাকায় এবং মফস্বলে অটো ছাড়া নিত্য যাতায়াতের কথা ভাবাই যায় না। অটোর জন্য প্রতিদিন লম্বা লাইন দিতে হয় বিভিন্ন কাজের মানুষকে। এতরকম রুট, এত হাজার হাজার অটো — সেখানে নানারকম সমস্যা, বিশৃঙ্খলা লেগেই থাকে। কিন্তু সেই সমস্যাগুলিকে সামাজিক দৃষ্টি থেকে গুরুত্ব দেওয়ার বদলে অটোচালকদের ভিলেন বা খুনি হিসেবে চিত্রিত করা অত্যন্ত অমানবিক এবং অসামাজিকও বটে। একজন নিত্য অটোযাত্রী বলেছেন, আসলে এইসব 'দৌরাত্ম' ইত্যাদি মন্তব্য যারা করে, তারা নিজেরা প্রাইভেট কারে চেপে ঘুরে বেড়ায়। ট্রেনে বাসে অটোতে সাইকেলে বা পায়ে হেঁটে তাদের চলতে হয় না। তারা মনে করে, কী আছে! অটো যদি বন্ধ হয়ে যায়, ট্যাক্সি ধরে নেওয়া যাবে কিংবা একটা প্রাইভেট কার কিনে নিলেই হয়! এধরনের চিন্তার দৌরাত্ম বন্ধ হওয়া দরকার।

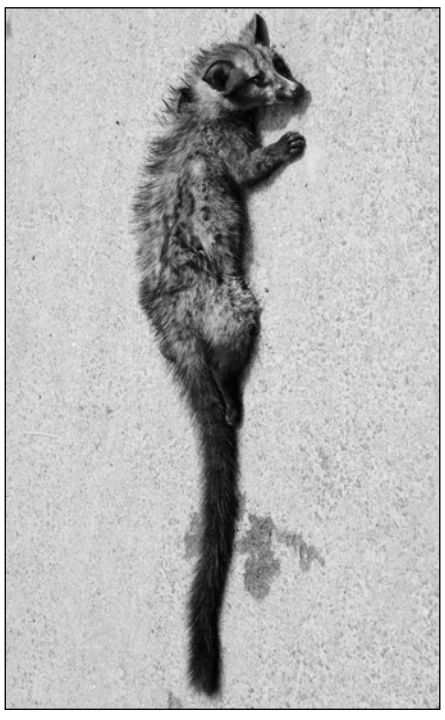

বিরল প্রজাতির মৃত এই গন্ধগকুল–টি পড়ে থাকতে দেখা যায় শান্তিপুর কাশ্যপপাড়া অঞ্চলে। অনেকের কাছে জানা গেল, মাঝে মাঝেই বিচ্ছিন্ন অঞ্চলে এমনকি গ্রামেও এইভাবেই মৃত্যু হয় বিরল প্রজাতির এই সমস্ত প্রাণীর। পথ চলতি মানুষ মৃত বাচ্চা এই গন্ধগকুলটিকে দেখে যথারীতি উদাসীন থাকলেন। ছবি তুলেছেন স্থানীয় ফোটোগ্রাফার শ্যামল চক্রবর্তী।

আসামের জনগোষ্ঠী সংঘর্ষের সরেজমিন তদন্ত

কীভাবে দাঙ্গা শুরু হল

২ থেকে ৬ আগস্ট ১১ জন গান্ধীবাদী কর্মী (সর্ব সেবা সংঘের সভানেত্রী রাধা ভাট ও সম্পাদক চন্দন পাল, শান্তি সাধনা আশ্রমের সম্পাদক হেমভাই সহ) চিরাং ও কোকরাঝাড় জেলার দাঙ্গাবিধ্বস্ত অঞ্চলে হিংসার কারণ অনুসন্ধান এবং জীবন ও সম্পত্তির ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ নির্ণয় করতে সরেজমিন তদন্তে যান। ৮ আগস্ট প্রেরিত তাঁদের রিপোর্টের অংশ এখানে বাংলায় অনুবাদ করা হল। শান্তি ও স্বাভাবিক জীবনযাত্রা ফেরাতে এই দলটি কিছু আশু ও দীর্ঘমেয়াদি পদক্ষেপের প্রস্তাব করেছে •

আশা করা হয়েছিল যে বোড়ো জঙ্গিরা ২০০৩ সালের চুক্তির পর তাদের অস্ত্র সমর্পন করবে। কিন্তু তা হয়নি। অস্ত্রের সরবরাহ বন্ধ হয়নি। সরকারও রাজনৈতিক কারণে বোড়ো জঙ্গিদের নিরস্ত্রীকরণ চায়নি। বোড়ো ন্যাশনাল ফ্রন্ট শাসক জোটের শরিক এবং সরকার বোড়োদের চটাতে চায় না। আধুনিক অস্ত্র অবাধে বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর জঙ্গিদের হাতে যাচ্ছে।

গত কয়েক বছর যাবৎ 'বোড়ো টেরিটোরিয়াল অটোনমাস ডিস্ট্রিক্টস' বিটিএডি এলাকাগুলিতে নবাগত মুসলমান বাসিন্দা এবং বোড়োদের মধ্যে উত্তেজনা বাড়তে থাকে। জমির দখল এবং হারানোর আশঙ্কা থেকেই এই উত্তেজনা। চক্রশিলা ওয়াইল্ড লাইফ স্যাঙচুয়ারির মধ্যেই রয়েছে বোড়োদের বেদলংমারি গ্রাম। স্যাঙচুয়ারি এলাকায় হাজার হাজার নতুন মুসলমান বসতি স্থাপন করতে শুরু করে। সেখানে সম্প্রতি 'ঈদগাহ' লেখা একটা সাইনবোর্ড লাগানো হয়েছিল। তারা জানতে পারে যে ফরেস্ট অফিসারেরা প্রাক্তন বোড়ো জঙ্গিদের ওই সাইনবোর্ড খুলে ফেলতে বলে। এর প্রতিবাদে 'অল আসাম মাইনরিটি স্টুডেন্টস ইউনিয়ন' আমসু কোকরাঝাড় জেলায় বনধ ডাকে। ইতিমধ্যে 'অল বোড়োল্যান্ড মাইনরিটি স্টুডেন্টস ইউনিয়ন' এবিএমসিইউ–এর সভাপতি এবং তাঁর সঙ্গীকে অজ্ঞাত পরিচয় দুষ্কৃতি গুলি করে। তাদের পায়ে গুলি লাগে, কিন্তু তাঁরা বেঁচে যান। মুসলমান সম্প্রদায়ের মানুষেরা সন্দেহ করেন, বোড়োদের কেউ এই গুলি চালিয়েছে। পরিস্থিতি আরও খারাপ হয় যখন আঁথিরপাড়ায় দুই এবিএমসিইউ সদস্যকে অজ্ঞাত পরিচয় দুষ্কৃতিরা গুলি করে হত্যা করে। ফের ১৯ জুলাই মাগুরমারিতে আরও দুজন এবিএমসিইউ নেতাকে গুলি করে হত্যা করা হয়। সন্দেহ করা হয় বোড়ো লিবারেশন টাইগারের প্রাক্তন জঙ্গিরাই এই ঘটনা ঘটিয়েছে। ২০ জুলাই রাতে বাঙালি মুসলমানদের এক জনতা বোড়ো লিবারেশন টাইগারের চার আত্মসমর্পনকারী জঙ্গিকে হত্যা করে। এই ঘটনার পর দাঙ্গা ছড়িয়ে পড়ে। ২৩ জুলাই চিরাং জেলাতে এবং পরে ধুবড়িতেও হিংসার আগুন ছড়িয়ে পড়ে।

প্র থ ম পা তা র প র নিরাপত্তার নামে পুলিশের অত্যাচার

চোখের আন্দাজে জনা পঞ্চাশেক লোক জমে গেছে। ভিড় ক্রমশ বাড়ছে। ছেলেটির আধমরা অবস্থা। প্রতিবাদের জন্য আমি তখন একা নই। অনেকেই গলা তুলেছেন। 'আপনারা ওভাবে মারছেন কেন ছেলেটাকে?' 'কই সামনের দিকে তো আসেন না, যেখানে অনেকে দৃষ্টিকটুভাবে বসে থাকে?' 'যাদের নিয়ে অন্যদের অস্বস্তি হয় তাদেরকে তো কখনো তোলেন না?' 'কী ক্রাইম ক্রাইম করছেন, একদিন রেড করে ডিউটি দেখাতে এসে কোন ক্রাইম আটকাবেন আপনারা?''পুলিশ বলে কি মাথা কিনে নিয়েছেন যা খুশি তাই করবেন?' ইত্যাদি। অনেকেই প্রকাশ্যে সোচ্চার হওয়ার সাহস পাচ্ছিলেন না, সঙ্গের বন্ধুর বা বান্ধবীর শাসনে। 'ডিউটিতে আসা' পুলিশকর্মীদের অভদ্র আচরণ সাধারণের প্রতি এবং তাদের 'বেশি কথা বললে, নেতাগিরি দেখালে তোকেও তুলে নিয়ে যাব' ভঙ্গি আমাদের চেনা টলিউডি গুন্ডা চরিত্রকে মনে করিয়ে দিচ্ছিল।

গুন্ডা দমন শাখা থেকে আসা পরিচয়জ্ঞাপক ব্যক্তি বারবার সেই মেয়েটিকে বলছিল, 'তুই প্রমাণ কর আগে তুই ওর বৌ, তারপর ওকে ছাড়ব।'

আমার প্রশ্ন, আমাদের ভারতবর্ষে স্বামী স্ত্রীর প্রকাশ্যে অশালীন আচরণ বৈধতা পায়?

অ্যান্টি ক্রাইম অফিসারদের একজন বলেছিলেন যে 'আমরা চলে যাবার পর একটা কাপল (!) বসতে পারবে না দশ মিনিট। আপনি নিজে ঘুরে দেখে নেবেন। সব ছিনতাই হয়ে যাবে। সব তুলে নেবে। — এই আপনার হাতের মোবাইলটাও থাকবে না।' আরও বললেন, 'এই আমরা যদি না আসতাম, হিজরেরা আপনার কাছে দুশো টাকা চাইলে দুশোই দিতে হত। সিকিউরিটির কাছে জিজ্ঞেস করে নেবেন। আমরা আসি তাই আপনারা এখনও বসতে পারছেন।'

একথা ঠিক, প্রায়শই এমনটা ঘটতে দেখা গেছে। দিনের আলো নিভে আসার আগেই কোনো অশোভনীয় আচরণ সিকিউরিটির দৃষ্টি আকর্ষণ করালে তারা বিনা বাক্যব্যয়ে তা এড়িয়ে গেছে। সরোবরের ভেতরের চা চানাচুর বিক্রেতাদের সঙ্গে কথা বলে জেনেছি, এই রেড করতে আসা পুলিশদের দর্শন মেলে বছরের বিশেষ বিশেষ সময়গুলোতেই, মাঝে মাঝে। কোনো উৎসবের আশেপাশের দিনগুলিতে। সবসময় নয়। তিনদিন বাদে সরোবরে সন্ধ্যে সাতটা পনেরোতে একজন হিজরেকে যখন আগের দিনের ঘটনার সময় পুলিশের বলে যাওয়া মন্তব্যটা শোনালাম, উনি বললেন, 'দেখি তো আমাদের গায়ে কে হাত দেয়। যা থানায় গিয়ে চিঠি লিখে আয়। আমরা প্রতি মাসে পনেরো ষোলো হাজার টাকা দিচ্ছি কি এমনি এমনি। আমাদের একজনকে ধরলে দিল্লি থেকে দশ হাজার জন চলে আসবে।'

রবীন্দ্র সরোবরের পরিবেশকে অপরাধমুক্ত করতে আসা জনা সাতেকের দলটির আচরণে আরও একটি বিষয় স্পষ্ট হল, ১) আকড়া–সন্তোষপুরের মেয়েরা মেয়েছেলে, মাগি, আর শহরের মেয়েরা মেয়ে, ম্যাডাম। ২) ওঁরা যদি এত কিছুই জানেন, কখন কোন ঘটনা এখানে ঘটে বা ঘটতে পারে, কারা কী করে থাকে এবং অন্যান্য, তবে শুধুমাত্র সন্ধ্যে সাতটার সময় এসে কোন অপরাধটা নির্মূল করবেন? ৩) যদি দিনের আলো থাকতে প্রকাশ্যে কোনো মেয়ের হাত ধরে কেউ টানে বা কোনো ছিনতাই হয়, তবে সন্ধ্যে সাতটায় এসে কি সেটা আটকানো সম্ভব? এধরনের জনসমাগমের স্থানে কোনো জোরালো সিকিউরিটির ব্যবস্থা নেই কেন? শুধুমাত্র ধর্মীয় উৎসব–অনুষ্ঠানের দিনগুলোতেই কি অপরাধ ও অপরাধ দমনের প্রচেষ্টা চলবে? বছরের অন্যান্য দিনগুলো নিরাপদ?

সেই অভিযুক্ত–নির্দোষ–ভীত–অপমানিত প্রেমিক প্রেমিকাকে লেক থানায় নিয়ে যাওয়া হয়। পরের দিন ২৬ আগস্ট রবিবার লেক থানার ওসি শ্রী পি এস মুখার্জির সঙ্গে কথা বলে জানতে পারি, ওদের দুজনকে ষাট সত্তর টাকা জরিমানা করে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে ঘটনার দিনই। অভিযুক্ত প্রেমিক–প্রেমিকা নাম ঠিকানা জানাতে থানা অস্বীকার করে।

সংযোজনী : এই ধরনের পরিস্থিতির সমাধান কি আমি জানি না। পাঠকদের যাদের এই ধরনের অভিজ্ঞতা হয়েছে তাদের সাথে এই বিষয়ে আলোচনা চাই — শিল্পী।

চলতে চলতে খেলা চলছে খেলা

অমিতাভ সেন, কলকাতা, ৩১ আগস্ট •

শহরে ডেঙ্গি আর ম্যালেরিয়ার সঙ্গে সঙ্গে বেড়েছে বেড়েছে খুঁটিপুজোর হুজুগ। পুজোর তিন চার মাস আগে থেকেই বড়ো খুঁটির আশেপাশে জড়ো হয়েছে রুপালি পর্দার নায়ক নায়িকা। তারই নকলে ছোটো গলিতে ঢ্যাঙা বাঁশে ঝুলিয়ে দেওয়া হয়েছে রঙ বেরঙের কাপড়ের টুকরো। যেন আকাশ থেকে ট্যাঁড়া পিটছে। এই ভাদ্র মাসে দু–এক পশলা বৃষ্টি, আষাঢ় শ্রাবণ জল হল না তো। জলের জন্য ধান রুইতে পারছে না বলে কপাল চাপড়াচ্ছে যারা, তারা আর এ শহরে আসছে কোথায়। বড়ো জোর হাসপাতালে। বড়ো রাস্তায় টাঙানো ব্যানার তাদের খেল দেখাবে পুজোয় এনে। ব্যানারে লেখা আছে, এবার পূজোয় ..., অগ্রদূত উদয় সংঘ, সভাপতি মাননীয় সাংসদ মদন মিত্র। টাকার পুজো। যত বেশি টাকা, তত বড়ো পুজো। তার জলুষ দেখবে তখন। এখন হাসপাতালে মাইকের গলা ভেঙে গেল মৃত্যুঞ্জয় বলে ডেকে ডেকে। সকাল পাঁচটা থেকে লাইন দিয়েও অসুস্থ বাবাকে বেঞ্চে শুইয়ে রেখে এগারোটায় তার যখন ডাক পড়ল, সে ছেলে তখন জল খেতে গিয়েছে। গলা শুকনো, মুখ শুকনো, নিজেকেই তখন তার রোগী মনে হচ্ছিল। ডাক্তারের ঘরের সামনে উপচে পড়া রুগীদের সঙ্গে রুগীদের আত্মীয়স্বজনের প্রায় একই হাল। তাদের একজন মন্তব্য করল, তাকে এখন কোথায় পাবে। সে এখন মশান নাচ দেখতে গেছে। মশান নাচ ঠিক মশার নাচ নয়, মশা নিয়ে নাচ। নাচ গান নাটকে ম্যালেরিয়া ঠেকানোর জন্য জনচেতনা বাড়ানোর চেষ্টা করছে সরকারের তথ্য সংস্কৃতি বিভাগের আধিকারিকেরা। হাসপাতাল জুড়ে তারা মাইক লাগিয়ে প্রচার করছে, কী করে মশা ঠেকাবেন। অতএব মৃত্যুঞ্জয় মণ্ডলের বদলে ডাক পড়ল রতন আদকের। বাদ মানে আবার সোমবার আসতে হবে। তা হোক। মৃত্যুঞ্জয় মণ্ডলের বদলে রতন আদক তো আজ জায়গা পেল। জামাই তার শ্বশুরকে হাসপাতালে ভর্তি করে ঘরে ফিরবে। টাকা জমা দিয়ে রোগীকে ভর্তি করতে বেজে গেল বিকেল চারটে। সব জায়গায় মারাত্মক লাইন। হবেই তো। পিজি হাসপাতাল সবচেয়ে বড়ো হাসপাতাল। কাছের গলিতে এক দোকানে ঢুকে সকাল থেকে শুধু চা আর বিস্কুট খাওয়া, মুখ চোখ শুকিয়ে যাদবপুর থানার মোড়ে পৌঁছতে সন্ধ্যে লেগে গেল। সেখানে থানার মোড়ে অটোওয়ালাদের বিক্ষোভ চলছে। অটো বন্ধ। জামাইয়ের কাঁধে মোটা ব্যাগ। গড়িয়া পর্যন্ত অটো পেলে ভালো হয়। ফাঁকা ফাঁকা অটো চলে যাচ্ছে, কেউ যাবে না। দু–চারজনকে অনুরোধ করার পর জামাই একটু রেগে গিয়েছিল। তার সঙ্গে একজন বয়স্ক ভদ্রলোক ও ভদ্রমহিলাও অটো খুঁজছিলেন। তাঁরাও বিরক্ত। বয়স্ক ভদ্রলোক এক অটো ড্রাইভারকে ডেকে বললেন, ভাই, মন্ত্রী তো বলেছেন যাত্রীদের সাহস করে অটোওয়ালাদের চাপ দিতে হবে। এখন আমি যদি তোমার নাম্বারটা নিয়ে মদন মিত্রকে পাঠিয়ে দিই। জামাই ভেবেছিল, অটোওয়ালা খুব রেগে গিয়ে ভদ্রলোককে যা তা বলবে। ওমা, সে বলে কিনা, খেলা চলছে খেলা। খুব ঠাণ্ডা গলায় কথাটা বলে একরাশ ধোঁয়া ছেড়ে অটো সরে পড়ল।

গ্রাহক বিক্ষোভের জেরে ব্যাঙ্কের সমস্ত ক্লার্ক এবং তিনজন অফিসারকে অন্যায়ভাবে বদলি, প্রতিবাদ

অমিতা নন্দী, গার্ডেনরীচ, ২৯ আগস্ট •

আজ বিকেল সাড়ে পাঁচটায় ইউবিআই হেড অফিসের সামনে এক বিক্ষোভ সমাবেশে শামিল হয় ব্যাঙ্কের বিভিন্ন শাখা থেকে আসা প্রায় একশোজন কর্মচারী। ইউবিআই এমপ্লয়িজ ইউনিয়নের ডাকা এই কর্মসূচিতে খুব অল্প সময়ের নোটিশে যোগ দেয় কর্মচারীদের আর একটি ইউনিয়ন, ইউবিআউ শ্রমিক কর্মচারী সমিতি। দুই সংগঠনের পক্ষ থেকে দু–জন বক্তব্য রাখেন। তা থেকে জানা যায় :

দীর্ঘদিন যাবৎ ব্যাঙ্কের বিভিন্ন শাখার কর্মচারীর সংখ্যা ক্রমশ কমছে। কয়েকবছর ধরে প্রতি মাসে অনেক কর্মচারী অবসর গ্রহণ করছে। শূন্যপদের তুলনায় নতুন কর্মচারীর নিয়োগ হচ্ছে নামমাত্র। অথচ এই অবস্থাতেই বেশ কিছু নতুন শাখা খোলা হয়েছে এবং হচ্ছে। ফলত গ্রাহক পরিষেবা ভীষণভাবে ব্যাহত হচ্ছে। কর্মচারীদের কাজের বোঝা ক্রমশ বাড়ছে, অনেক সময়েই কর্মচারীদের (বিনা পারিশ্রমিকে) অতিরিক্ত সময় কাজ করতে বাধ্য করা হচ্ছে। বেশ কিছু শাখায় বাইরের লোক দিয়েও নানারকম কাজ করানো হচ্ছে — নিয়ম বহির্ভূত ভাবে। শাখাগুলিতে সুষ্ঠুভাবে গ্রাহক পরিষেবা দিতে হলে যত সংখ্যক কর্মচারীর প্রয়োজন সেই 'ম্যানপাওয়ার অ্যাসেসমেন্ট' মোটেই বাস্তবোচিত নয় এবং তার কোনো সুনির্দিষ্ট নীতি মানা হচ্ছে না, ওপর থেকে চাপিয়ে দেওয়া হচ্ছে। ব্যাঙ্ক কর্তৃপক্ষের এই অদূরদর্শিতায় শাখাগুলিতে সমস্যায় পড়ছে গ্রাহকেরা এবং কর্মচারীরা। গ্রাহকদের বিক্ষোভের আঁচ প্রতিনিয়ত তাদেরই ওপর গিয়ে পড়ে।

ইউবিআই–এর নেতাজি সুভাষ রোড শাখায় সম্প্রতি এমনই একটি বিক্ষোভের বহিঃপ্রকাশ ঘটে। উক্ত শাখার জন্য হেড অফিস কর্তৃপক্ষ ক্লার্কের সংখ্যা কমিয়ে ১২ জন করেছে এবং গত কয়েকমাসে অবসরগ্রহণের কারণে সংখ্যাটা কমে ৬ জন হয়েছে। ফলে গ্রাহক পরিষেবা দিনের পর দিন ব্যাহত হয়েছে। প্রায় আড়াই বছর আগে ওই শাখার পূর্বতন বিল্ডিংয়ের ছাদ ভেঙে যায়। কর্মচারীরা আশেপাশের বিভিন্ন শাখায় ছড়িয়ে গিয়ে নানা অসুবিধার মধ্যে কাজ করছে। বর্তমানে শাখাটি যেখানে স্থানান্তরিত হয়েছে তা ব্যাঙ্কের সেন্ট্রাল স্টেশনারি গোডাউনের একটি অংশ, অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ। সাউথ রিজিয়ন ম্যানেজার (সিআরএম) ওই শাখায় গেলে গ্রাহকেরা তাদের অসুবিধার কথা জানায়। তিনি অবিলম্বে সমস্যার সমাধান করবেন বলে প্রতিশ্রুতি দেন। কিন্তু অবস্থা উত্তরোত্তর খারাপ হতে থাকে। গত ১৪ আগস্ট তারিখে ব্যাঙ্কের উর্ধতন কর্তৃপক্ষ (একজিকিউটিভ ডিরেক্টর এবং ডেপুটি জেনারেল ম্যানেজার) ওই চিফ রিজিওনাল ম্যানেজাররা (সিআরএম) সহ নেতাজি সুভাষ রোড শাখা পরিদর্শনে গিয়েছিলেন। তখন শাখায় উপস্থিত গ্রাহকেরা তাঁদের ঘিরে ধরে ব্যাঙ্কের পরিষেবা ও কর্মচারী–অফিসারদের সম্পর্কে ক্ষোভ প্রকাশ করতে থাকে। এই অস্বস্তিকর অবস্থা এড়ানোর জন্য নিজেদের ব্যর্থতাকে আড়াল করতে তাঁরা তড়িঘড়ি একটি শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। ওইদিনই দুজন ক্লার্ক ও তিনজন অফিসারকে এবং চারদিন পরে অবশিষ্ট চারজন ক্লার্ককে অন্যত্র বদলির নির্দেশ দেন। এই ব্যবস্থা গ্রহণের আগে তাঁরা কর্মচারীদের সঙ্গে বা তাদের কোনো ইউনিয়নের সঙ্গে কোনো আলোচনা করেননি। মূল সমস্যাগুলির সমাধান না করে, শুধুমাত্র কর্মচারীদের দোষী সাব্যস্ত করেই ব্যাঙ্ক কর্তৃপক্ষ গ্রাহকদের আস্থা অর্জনের অলীক প্রচেষ্টা করছেন।

প্র থ ম পা তা র প র

স্মৃতিসৌধ বাঁচানোর ডাক

প্রথমেই কপালে নাকে তিলক কাটা গলায় তুলসির মালা পরা এক বুড়িকে দেখে চমকে গেলাম, অবিকল আমার ঠাকুমা, আমার দিকেই তাকিয়ে আছেন। এমন জীবন্ত — – ২০ বছর আগে মারা গেছেন মনেই হয় না। তাঁর চারপাশে কত মন্দির। রাজা বুঝিয়ে দিচ্ছিল, এগুলো ষোড়শ–সপ্তদশ শতাব্দীতে সম্রাট আকবরের আনুকুল্যে তৈরি, এটার নাম গোপীনাথ, এটা মদনমোহন, এটা যুগলকিশোর–লাল পাথরে তৈরি, যেরকম লাল পাথরে ফতেহপুর–সিকরির স্থাপত্যও গড়ে তোলা হয়েছে। পাশাপাশি ঊনিশ শতকে ব্রিটিশরাজের সময় তৈরি মন্দিরগুলোয় ইউরোপীয় ও দক্ষিণ ভারতীয় স্থাপত্যের ছোঁয়া। আর বৃন্দাবনের রাস্তাঘাট, পুরোনো সব বাড়ি, যেখানে সাধারণ মানুষ বাস করত সেগুলোর কারুকাজ দেখলেও চোখ ফেরানো যায় না। সবই ভেঙে ভেঙে পড়ছে। রাজা দুঃখ করছিল, এগুলো সবই ঐতিহ্যশালী অথচ কোনো সংস্কার নেই, দেখভাল করার কেউ নেই। ওই দেখুন আকাশ ছোঁয়া স্তম্ভ মাটিতে গড়াগড়ি খাচ্ছে।

সঙ্গে আছে ভক্ত বৈষ্ণবদের ছবি, বক্তৃতাবাজ পাণ্ডা পুণ্যার্থীদের বোঝাচ্ছে কোথা থেকে কতটা পয়সায় কতটা পুণ্য কিনে নিতে হবে। আর আছে ছাগল, গরু, বাঁদর। হাতিতে, দোলায় স্নানযাত্রায় মূর্তি নিয়ে যাওয়ার ছবি। উৎসব, আলো, চা–দোকানি, পথের ভিখারি, ভাঙ্গা বাড়ির দেওয়ালে টাঙ্গানো ছেঁড়া ক্যালেন্ডারের থেকে রাধা–কৃষ্ণ সবার দিকে তাকিয়ে আছে। সর্বোপরি যমুনার বাঁক, জলের বিস্তারে চরের ছায়া এমন ঘনিয়ে আছে মনে হয় গান শোনা যাচ্ছে, 'বৃন্দাবন বিলাসিনী রাই আমাদের'। আমার একমাত্র সঙ্গী–দর্শক তো বলেই ফেলল, 'ইস, বৃন্দাবন যাওয়া হয়নি। নাঃ এবার বৃন্দাবনই যাব।'

রাজা বলছিল, এইসব ঐতিহ্যবাহী সৌধগুলো সংরক্ষণের দাবিতে আমরা উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রীর কাছে একটা আবেদনপত্র পাঠাচ্ছি, আপনারা যদি একটু সই করে যান তাতে। আমি বললাম অবশ্যই। এই তো সত্যিকারের ফটোগ্রাফার যার ক্যামেরার ফোকাস চোখ থেকে মনে পৌঁছে যায়; চেতনা পেশীকে নাড়া দিয়ে বলে, কিছু করো, চোখে যা দেখছ তার জন্য কিছু করো।

দর্জিসমাজের আপনজন নুরুল হুদা চলে গেলেন

আখতার হোসেন, হাজিরতন, মেটিয়াব্রুজ, ২২ আগস্ট •

নুরুল হুদার বাড়ি ছিল বড়তলার কানখুলি রোডে। সকলে ওঁদের গাইড ড্রেসেস নামে চেনে। আমাদের চেয়ে অনেক কম বয়সে হার্ট অ্যাটাক হয়ে মারা গেলেন তিনি। একেবারে প্রচারবিমুখ এই মানুষটি খুব গোপনে নীরবে এত মানুষের উপকার করেছেন, তা বলার নয়। সবচেয়ে বড়ো কথা, বড়তলা গার্লস স্কুল এবং বড়তলা মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা এবং উন্নয়ন এবং আরও অনেক ব্যাপারে অকুণ্ঠ অর্থনৈতিক সহযোগিতা করেছেন। ওঁদের আত্মীয়স্বজনরা অনেকেই প্রতিষ্ঠিত, যেমন পতাকা গোষ্ঠীর মোস্তাক আহমেদের সঙ্গে ওঁর মেজোমেয়ের শ্বশুরবাড়ির তরফে আত্মীয়তা। বড়োমেয়ের জামাই ডাক্তার করীম সন্তোষপুরে জনপ্রিয় চিকিৎসক। আমি ওই বড়োমেয়েকে পড়াতাম।

কোনো রাজনীতিওয়ালারা ওঁর কাছে পাত্তা পায়নি, কাউকে প্রশ্রয় দেননি। আমায় বলত, 'আখতারদা কাউকে কিছু বলার দরকার নেই, আমার করণীয় আমি করছি।' ১৯৬৮ সাল, বড়তলা গার্লস স্কুল তৈরি হবে, একটা লোক বলেছিল রড মিস্ত্রি সব দেবে। হঠাৎ সে বেঁকে বসল, আগে টাকা দিতে হবে। আমাদের তো মাথায় হাত! নুরুদ্দীন, ওঁর খালাতো ভাই, ওঁকে বলল, 'নুরুল পয়সা দে দাও।' নুরুল বললেন, 'হয়ে যাবে'। আমরা ভাবছি, চাঁদা-টাঁদা তুলব। তার আগে দুদিনেই চাঁদা আদায় হয়ে গেল। আর একবার আমাদের স্কুলে ৬০টা পাখা দিয়েছিলেন।

ওঁর বাবার বিশ্বাস ছিল, লেখাপড়া করে কিছু হবে না। তাঁর বড়ো আর মেজোছেলে লেখাপড়া করে খুব সুবিধা করতে পারল না। সেজোছেলে নুরুল লেখাপড়ার দিকে না গিয়ে দারুণ ফুলের (এমব্রয়ডারি) কারিগর হলেন। সেইসময় ঠিক করে ফেললেন, ব্যবসা করবেন। ওঁকে পছন্দ করে ফেলল মারোয়াড়িরা, একে ব্যাক করা যাক। এক বছরের মধ্যে বাড়িতে প্রচুর খদ্দের আসা শুরু হয়ে গেল। সেইসময় থেকে আমার সঙ্গে পরিচয় হয়। এখানে প্রথম ফ্যাশন ড্রেসের প্রবর্তন এঁরাই করেন। তিনি নিজে ছিলেন দক্ষ কারিগর। ফ্যাশন টেকনোলজিতে ওস্তাদ, এককভাবে অন্য জায়গায় পৌঁছে গিয়েছিলেন। তখন ওই লাইনে অন্য কেউ নেই।

আমার নিজের ঘর যখন করলাম, আমার এক পয়সা ছিল না। আমার পাশে এসে দাঁড়াল সুজা, ইউনুস, আলতাফ আর এই নুরুল হুদা। ১৯৯৮ সালে সেই ঘরে এলাম।

নুরুল হুদা মারা গেছেন ঈদের আগের মঙ্গলবার, ১৪ আগস্ট। একজন আমাকে বলছিলেন, 'আখতার স্যার আপনি কি জানেন, ঈদের সময় বহু লোকের কান্নাকাটি হবে।' আমি বললাম, 'কীসের জন্য?' — 'নুরুল হুদা যে চলে গেলেন!' এই যে আমাদের তথাকথিত জাকাত দেওয়া, ফেতরা ইত্যাদি পালন হয় বেশ ঘটা করে। না, ও করত একেবারে নীরবে। এই সময় কয়েক লক্ষ টাকা খরচ হয়ে যেত বহু মানুষের জন্য। আমাকে স্কুলের ব্যাপারে বলতেন, নামটাম দেবেন না আখতারদা।

আমি বা গোলাম রসুল, আমরা জানি ওর অবদান। কিন্তু আমরা তো চলে যাব। যারা জানে না, তাদের কাছে ওর কথা জানানো দরকার। ওর জানাজায় প্রচুর মারোয়াড়ি এসেছে, কবরেও মাটি দিয়েছে অনেকে। আমি যখন ওর বড়োমেয়েকে পড়াতাম, একদিন এসে বলল, 'দেখুন তো, এটা আপনার গায়ে হয় কিনা?' একটা হালকা ওজনের দামি সোয়েটার নিয়ে এসে বলে, 'চোখে পড়ল বলে কিনে নিয়ে এলাম। এখান থেকে পরে যান।' তারপর একদিন লাইব্রেরিতে বসে আছি, একটা টুপি নিয়ে এসে বলল, 'দেখুন তো এটা পছন্দ হয় কিনা?' আমাদের বাঁচিয়ে রাখার একটা উদ্দেশ্য ছিল ওর মনে। বলত, 'আপনারা না থাকলে এই স্কুল হত না।' আমি মনে মনে বলতাম, 'তোরা না থাকলে কি এই স্কুল হত?' নুরুল হুদা ছিল দর্জিসমাজের আপনজন।

নয়াবস্তির সুলতানকে হত্যা করল দুষ্কৃতিরা

মহব্বৎ হোসেন, আকড়া, ১৪ আগস্ট •

মহেশতলা পুরসভার ৭নং ওয়ার্ডের সবচেয়ে দরিদ্রজনের এলাকা নয়াবস্তি। আকড়া ফটকের কাছে এই বস্তির ছেলে শেখ সুলতান প্রাণ হারাল কিছু দুষ্কৃতিকারীর হাতে। ১৫-১৬ বছরের ছেলেটি রাজমিস্ত্রির জোগাড়ের কাজ করত। ৬ আগস্ট সোমবার বিকেল ৫টা নাগাদ ২১নং ইটভাটার পাঁচিলে বসে গল্প করছিল সে তার বন্ধুদের সঙ্গে। হঠাৎ তার নজরে আসে বন্ধু শেখ জিয়ারুলকে মারধোর করছে কয়েকজন লোক। দেখেই সে ছুটে যায় জিয়ারুলকে বাঁচাতে। ইতিমধ্যে জিয়ারুলের টাকাপয়সা কেড়ে নিয়েছে সেই দুষ্কৃতিকারীরা। সুলতান তাদের বাধা দিতেই তারা জিয়ারুলকে ছেড়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে সুলতানের ওপর। বেধড়ক মারের চোটে সুলতান জ্ঞান হারায়। ওরা পালিয়ে যায়। সুলতানের প্রতিবেশী প্রত্যক্ষদর্শী মেহবুব আনসারি এবং আরও কয়েকজন এসে সুলতানকে নিয়ে যায় গার্ডেনরীচ স্টেট জেনারেল হাসপাতালে। সেখানকাররা চিকিৎসকেরা দেখে বলেন, সুলতান মারা গেছে। তাঁরা ওর ডেথ সার্টিফিকেট দেন এবং পোস্টমর্টেম করানোর নির্দেশ দেন। এই ঘটনা জানতে পেরে নয়াবস্তির হাজার খানেক মানুষ রবীন্দ্রনগর থানা ঘেরাও করে। বিক্ষোভের চাপে দুষ্কৃতি শেখ জালাল ও শেখ রাজেশকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। কিন্তু আর এক দাগি আসামী ভাণ্ডারি পলাতক। স্থানীয় লোকেরা বলছে, ভাণ্ডারির সঙ্গে রাজনৈতিক দল আর পুলিশের সঙ্গে ওঠাবসা।

৮ আগস্ট এপিডিআর-এর মহেশতলা-মেটিয়াব্রুজ শাখার কর্মীরা ঘটনার তদন্ত করে এসপি (দক্ষিণ ২৪ পরগনা)-র সঙ্গে দেখা করেন এবং মূল আসামীদের গ্রেপ্তারের দাবি জানান। তিনি সব শুনে আইসি (রবীন্দ্রনগর)-কে দোষীদের গ্রেপ্তার করে এলাকায় শান্তি ফিরিয়ে আনার জন্য নির্দেশ দেন।

প্রসঙ্গত, ইটভাটা সংলগ্ন এলাকায় জুয়ার আড্ডা এবং ছিনতাইয়ের অভিযোগ রয়েছে। সেইসবের সঙ্গেই জড়িয়ে থাকে নানা দুষ্কৃতিকারীরা। তারই বলি হল তরতাজা ছেলে শেখ সুলতান। ওর বাবা আগে ভ্যান চালাতেন। এখন বয়সের ভারে সেটাও পারেন না। তাই সুলতানই ছিল সংসারের রোজগারের ভরসা। সুলতান চলে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এই হতদরিদ্র পরিবারটিও ঘোর অনিশ্চয়তার মধ্যে পড়ে গেল।

রাজ্যপালের সাথে দেখা করলেন নোনাডাঙার উচ্ছেদ হওয়া বাসিন্দারা

রঞ্জন সরকার, বেলঘরিয়া, ৩০ আগস্ট •

নোনাডাঙায় উচ্ছেদ হওয়া বাসিন্দাদের পক্ষ থেকে গত ৩০ আগস্ট কলকাতার কলেজ স্ট্রীটের বিদ্যাসাগর মূর্তির পাদদেশে প্রতিবাদ সমাবেশের আয়োজন করা হয়। নোনাডাঙার উচ্ছেদ প্রতিরোধ কমিটির পক্ষে থেকে ৫ জনের এক প্রতিনিধিদল রাজ্যপালের সাথে দেখা করে। রাজ্যপালের কাছে প্রতিনিধিদলের পক্ষ থেকে নোনাডাঙায় উচ্ছেদ হওয়া বাসিন্দাদের পুর্নবাসনের দাবি জানানো হয়। যদিও সরকারের তরফে রাজ্যপালকে জানানো হয়েছে নোনাডাঙায় এই উচ্ছেদ হওয়া বাসিন্দারা নবাগত জবরদখলকারী। উচ্ছেদ প্রতিরোধ কমিটির পক্ষ থেকে এই উচ্ছেদ হওয়া বাসিন্দাদের মধ্যে পুরোনো নতুন বিভাজনের সরকারি নীতির বিরোধিতা করা হয়। রাজ্যপালের পক্ষ থেকে বিষয়টি মানবিক দৃষ্টিকোণ থেকে দেখার আশ্বাস দেওয়া হয়।

বিশ্ব আলোকচিত্র দিবসে 'ফোকাস'

শমিত, শান্তিপুর, ৩১ আগস্ট, ছবি সুমিত দাস •

সুদানে দুর্ভিক্ষের সময়ে ত্রাণশিবিরের দিকে হামাগুড়ি দিতে দিতে, ধুঁকতে ধুঁকতে একটা হাড় জিরজিরে শিশু এগিয়ে যাচ্ছে, একটা শকুন তার পেছনে পেছনে এগোচ্ছে, কখন শিশুটি মরবে আর শকুনটা তাকে খাবে। এই ছবিটা তোলেন কেভিন কার্টার। ছবিটা সারা বিশ্বে আলোড়ন ফেলে দেয়। তা পুলিৎজার পুরস্কার এনে দেয় কেভিনকে। সাংবাদিকরা কেভিনকে বারবার জিজ্ঞাসা করেন, আপনি চলে এলেন, শিশুটির কী হল? মনের যন্ত্রণায় কেভিন কয়েক মাসের মধ্যে আত্মহত্যা করেন।

গত ১৯ আগস্ট বিশ্ব আলোকচিত্র দিবসে শান্তিপুর পাবলিক লাইব্রেরি অডিটোরিয়ামে ফটো ক্রিয়েটিভ আর্টস অফ শান্তিপুর বা 'ফোকাস'-এর আয়োজনে 'ব্যাং ব্যাং ক্লাব' স্টিভেন রিলভার পরিচালিত সিনেমাটোগ্রাফি পরিবেশিত হয়। এই ১০৬ মিনিটের সিনেমাটোগ্রাফটির বিষয়, 'দক্ষিণ আফ্রিকা'। যখন বর্ণবৈষম্যবাদ থেকে নির্বাচনের দিকে এগোচ্ছে দক্ষিণ আফ্রিকা, তখন জুলু উপজাতির সাথে চলছে নেলসন ম্যান্ডেলার এএনসি বা আফ্রিকান ন্যাশনাল কংগ্রেস-এর জাতিদাঙ্গা। সেই সময়ে চার তরুণ ফটোগ্রাফার জোয়াও সিলভা, কেভিন কার্টার, কেন উস্টার, গ্রেক ম্যারিনোভিচ-এর জীবনভিত্তিক স্টিভেন সিলভা পরিচালিত ও নির্মিত ছবি 'ব্যাং ব্যাং ক্লাব'।

এছাড়াও দেখানো হয় রণ ফ্রিক পরিচালিত ৯৬ মিনিট দৈর্ঘ্যের নির্বাক সিনেমাটোগ্রাফ 'বরাকা'। আরবিতে 'বরাকা' শব্দটির অর্থ আশীর্বাদ। বর্তমান সভ্যতা সম্পর্কে এই ছবি অনেক প্রশ্ন তোলে।

'ফোকাস'-এর দশজন সদস্যের তোলা 'ফটোগ্রাফিক স্লাইড'শো অনুষ্ঠানে পরিবেশিত হয়। সমগ্র অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন সংস্থার অন্যতম সভ্য ধীমান বসাক।

১৯ আগস্ট বিশ্ব আলোকচিত্র দিবসে ফোকাস-এর এই আয়োজন বেশ তাৎপর্যময় হয়ে ওঠে।

পত্রিকার পাতা থেকে

শ্রমিকদের কারখানা দখলের প্রতিশোধ নিল কোম্পানি

মারুতি সুজুকি মানেসর ডায়েরি (৩)

শের সিং সম্পাদিত মাসিক পত্রিকা 'ফরিদাবাদ মজদুর সমাচার' থেকে •

টানা তেরো দিন কারখানা শ্রমিকদের দখলে থাকার পর ১৮ জুন ২০১১ কারখানা খুলল বটে, কিন্তু কোম্পানি নতুন মতলব আঁটতে থাকল। ঠিকা শ্রমিকদের ওপর কাজের বোঝা এমনিতেই বেশি থাকে। বাড়তি কাজের জন্য ২৭ জুলাই ঠিকা শ্রমিকেরা কিছু অতিরিক্ত শ্রমিক চাইল সুপারভাইজরের কাছে। জবাবে সুপারভাইজর তাঁর পুরোনো অভ্যাসে গালিগালাজ দিলেন। কিন্তু স্থায়ী শ্রমিকেরা ঠিকা শ্রমিকদের পাশে দাঁড়িয়ে যেতেই সুপারভাইজর তথা শিফট ইনচার্জ ক্ষমা চেয়ে নিলেন।

২৮ জুলাই কারখানার ভিতর পুলিশ ঢুকে শপ থেকে ৪জন শ্রমিককে ধরে নিয়ে গেল। গোটা ফ্যাকট্রির শ্রমিকেরা একত্রিত হয়ে কাজ বন্ধ করে দিল। ম্যানেজাররা সেই ৪ জনকে নিয়ে এসে সমস্ত শ্রমিকদের আশ্বস্ত করলেন যে তাঁদের গ্রেপ্তার করা হয়নি। আবার উৎপাদন শুরু হয়ে গেল। কিন্তু কোম্পানি বি-শিফটের শ্রমিকদের নিয়ে আসার বাস বন্ধ করে দিল। বি-শিফটের শ্রমিকদের মধ্যে যারা আশেপাশে থাকে, তারা হেঁটে চলে এল গেটে; দূরের শ্রমিকেরাও কোনো না কোনো ব্যবস্থা করে চলে এল। কোম্পানি তাদের প্ল্যান্টে ঢুকতে দিল না। এ-শিফটের শ্রমিকেরা কারখানার বাইরে বেরল না। এক ঘণ্টা কেটে যাওয়ার পর বি-শিফটের শ্রমিকদের গেটে ঢুকতে দেওয়া হল। পরে কোম্পানি চুপিচুপি সেই ৪ জনকে সাসপেন্ড করল।

শ্রমিকরা সেই খবরটা জানতে পেরেই কোম্পানিকে সাসপেনশন রদ করতে বলল। ম্যানেজমেন্ট জানাল, আগে পরিস্থিতি স্বাভাবিক হোক, তারপর দেখা যাবে। ৮ আগস্ট শ্রমিকেরা কারখানার পরিস্থিতি এবং উৎপাদন স্বাভাবিক করল। কিন্তু কোম্পানি তাদের প্রতিশ্রুতি রক্ষা করল না। ১৭ আগস্ট তারা জানাল, সাসপেনশন তোলা হবে না। শ্রমিকেরা বলল, ঠিক আছে, আমরা ৪৮ ঘণ্টা সময় দিচ্ছি, আপনারা আর একবার ভেবে দেখুন। কিন্তু কোম্পানি তখন বদ মতলব এঁটে ফেলেছে। কানপুর, রেওয়া ইত্যাদি জায়গা থেকে নতুন শ্রমিক এনে ভর্তি করা হয়েছে। সাহেবদের মুখে আবার পুরোনো বুলি ফুটে উঠল, তুই-তোকারি শুরু হয়ে গেল।

শ্রমিকেরা উৎপাদন কমিয়ে দিল। ২৩ আগস্ট দুজন স্থায়ী শ্রমিককে সাসপেন্ড করা হল। ২৪ আগস্ট আরও দুজনকে। শ্রমিকেরা ম্যানেজমেন্টের সঙ্গে কথাবার্তার মাধ্যমে মীমাংসার চেষ্টা করল। ২৫ আগস্ট থেকে উৎপাদন বাড়ানো শুরু হল। কিন্তু কোম্পানি তখন অন্য ফন্দি এঁটে ফেলেছে। কারখানার গেটের ভিতর পার্ক বা যে খোলা জায়গায় শ্রমিকেরা একত্রিত হত, সেই জায়গাটা কোম্পানি লোহার প্রাচীর দিয়ে ঘিরে দিল। ২৩ থেকে ২৬ আগস্টের মধ্যে ঠিকেদাররা যথাক্রমে ৪, ৩, ১৬ আর ১০ জনকে কাজ থেকে বসিয়ে দিল। ***চলবে***

কবিতা-দাদুর স্মরণ-সন্ধ্যা

অমিতা নন্দী, আকড়া, ৩০ আগস্ট •

২৬ আগস্ট রবিবার সন্ধ্যায় এক ঘরোয়া অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে স্মরণ করা হল এখানকার একজন মানুষকে যাঁর নাম শ্রী অমলেন্দু দাশ। রেঙ্গুন থেকে এদেশে এসে কর্মজীবনে দক্ষিণ-পূর্ব রেলের পদস্থ ড্রাফটসম্যান হিসাবে কাজ করলেও তিনি সারা জীবন একনিষ্ঠ ভাবে সংগীত সাধনা করে গেছেন। শুধু যে নিজে নিষ্ঠাভরে রেওয়াজ করেছেন এবং তাঁর স্ত্রী ও দুই কন্যাকে তাতে শামিল করেছেন তাই নয়, যখন যেখানে থেকেছেন আত্মীয়-অনাত্মীয়-প্রতিবেশী নির্বিশেষে সর্বত্র ছোটো ছোটো ছেলেমেয়েদের গান এবং শেষ কয়েকবছর কবিতা আবৃত্তি শিখিয়ে গেছেন সম্পূর্ণ স্বেচ্ছা-শ্রমে, পরম আনন্দে। বেশ কিছু ছড়া ও কবিতায় তিনি সুরও দিয়েছিলেন।

কর্মক্ষেত্র থেকে অবসর গ্রহণের পর অনেকে যখন বিষাদগ্রস্ত হয়ে পড়েন কিংবা ধর্মকর্মে মন দেন, অমলেন্দুবাবু গান-বাজনার জন্য অনেকটা সময় পাবেন ভেবে খুশিতে উদ্বেল হয়ে ওঠেন। কয়েকবছর আগে ওঁর পায়ের (কোমরের) হাড় ভেঙে যাওয়া ও অপারেশনের পর থেকে একটা ক্রাচ ছাড়া হাঁটতে পারতেন না। সঙ্গে প্রায়ই ওঁর স্ত্রী, পরের দিকে পাড়ার নাতিনাতনিরা থাকত পুকুরপারে হাঁটার সময়। সেই বাচ্চাদের সঙ্গে আলাপ জমিয়ে অদ্ভুত ভালোবাসায় আকৃষ্ট করে তিনি আবৃত্তি শেখাতে শুরু করেন আর হয়ে ওঠেন ওদের কবিতা-দাদু। আবৃত্তি-গান শেখার ফাঁকে দিদিমার হাতে তৈরি মোয়া-নাড়ু আর দাদুর সঙ্গে হরেকরকম গল্প আর ব্যাগাডেলি খেলা ছিল ওদের বিশেষ আকর্ষণ।

সেই সব শিশুরা আজ অনেকে কিশোর-কিশোরী। তারা আর তাদের মা-বাবা এবং আরও কিছু প্রতিবেশী-পরিজন তাঁর মৃত্যুর (২ আগস্ট ২০১১) একবছর পরে সুন্দর এক খোলামেলা আন্তরিক আলাপচারিতায় শ্রদ্ধা-ভালোবাসা জানালো সবার প্রিয় এই সদাহাস্যময়, উদার-হৃদয় অনন্য-সাধারণ মানুষটির স্মৃতির প্রতি।

হেমাঙ্গ বিশ্বাস এবং গুরুদাস পাল স্মরণে

অঞ্জন কুমার পাল, বদরতলা, মেটিয়াব্রুজ, ২৬ আগস্ট •

আজ গার্ডেনরীচ মুদিয়ালি হাই স্কুলের তিনতলার ঘরে সন্ধ্যা ৬টায় লোকসংগীত শিল্পী হেমাঙ্গ বিশ্বাস এবং গণকবিয়াল গুরুদাস পালের জন্মশতবর্ষ উপলক্ষে একটি সভা হয়। এই সভায় প্রথমে উদবোধন সংগীত পরিবেশন করেন 'প্রয়াস'-এর শিল্পীরা। হেমাঙ্গ বিশ্বাসের ছাত্র শিল্পী অসিত রায় হেমাঙ্গ বিশ্বাস সম্পর্কে স্মৃতিচারণা করেন। বক্তব্যের শেষে তিনি হেমাঙ্গ বিশ্বাসের গাওয়া তিনটি সংগীত পরিবেশন করেন। এরপর আয়োজক 'গার্ডেনরীচ প্রয়াস'-এর পক্ষ থেকে বক্তব্য রাখেন আলপনা দত্ত। তারপর মেটিয়াব্রুজ বদরতলার লোককবি গুরুদাস পালের ভ্রাতুষ্পুত্র অঞ্জন কুমার পালকে স্মৃতিচারণ করার জন্য আহ্বান করা হয়। তিনি তাঁর বক্তব্যের শেষে গুরুদাস পাল রচিত যাত্রাপালা 'পথের আলো' সম্পর্কে কিছু বলেন এবং ওই যাত্রাপালার গান 'ভাঙ রে ভাঙ ওই বন্ধ দ্বার' পরিবেশন করেন। এরপর তিনি ১৯৬২ সালের তৃতীয় লোকসভা ও বিধানসভা নির্বাচন উপলক্ষে রচিত একটি ব্যাঙ্গাত্মক গান 'বাবারে কোনদিকে বা যাই' পরিবেশন করেন। শেষে 'প্রয়াস'-এর শিল্পীরা আরও তিনটি গান পরিবেশন করেন। এর মধ্যে ছিল গুরুদাস পালের বিখ্যাত গান, 'থাকিলে ডোবাখানা, হবে কচুরিপানা'। আয়োজকদের পক্ষ থেকে নিমাই চৌধুরি সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

সাইকেল চালকদের প্রতিবাদ বিক্ষোভ হাজরায়

শমীক সরকার, কলকাতা, ২৭ আগস্ট •

আজ দুপুর একটা থেকে তিনটে পর্যন্ত কলকাতায় ট্রাফিক পুলিশের হাতে নিপীড়িত সাইকেল চালকরা একটি বিক্ষোভ পথসভা করল হাজরা মোড়ে। সভাটির আয়োজক ছিল কলকাতা সাইকেল আরোহী অধিকার ও জীবিকা রক্ষা কমিটি। সভায় বিভিন্ন বক্তা কলকাতায় সাইকেল চালকদের পুলিশি হয়রানি, সাইকেল নিষেধের বেআইনি আদেশটি প্রত্যাহার এবং বিভিন্ন রাস্তায় সাইকেল লেন তৈরির দাবি জানান। বক্তাদের মধ্যে ছিলেন সংগঠনের কার্যনির্বাহী সদস্য রঘুনাথ ভট্টাচার্য, প্রশান্ত পুরকায়স্থ। জগুবাজারের ব্যবসায়ীদের তরফে বলেন লালন যাদব, এছাড়া গড়িয়াহাট বাজারের ব্যবসায়ীদের একজন প্রতিনিধিও বক্তব্য রাখেন। সভায় উত্তর কলকাতার পুরোহিত সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি এবং সাইকেল সমাজের পক্ষে শমীক সরকার বক্তব্য রাখেন।

প্র থ ম পা তা র প র

'জেল চালায় যাবজ্জীবন সাজাপ্রাপ্ত কয়েদিরাই'

প্রেসিডেন্সি জেলের আমদানি ঘরে প্রথম রাত

৩০ জুন প্রায় বিকেল ৫টা নাগাদ আমাদের প্রেসিডেন্সি জেলে নিয়ে যাওয়া হয়। সারাদিনের ক্লান্তি ও অবসাদের পর সেখানে পৌঁছে জানতে পারি আমাদের জন্য কোনো কয়েদখানার ব্যবস্থা হয়নি, কারণ কোর্টের নির্দেশ জেল কর্তৃপক্ষ কাছে অনেক পরে এসেছে। আমাদের সেদিন তাই জেলের আমদানি ঘরে রাখা হয়। লালবাজার লকআপ থেকে এর প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ আলাদা। জেলের মধ্যে পুলিশের ব্যবস্থাপনা থাকলেও প্রকৃত অর্থে জেল চালায় কয়েদিরা। যারা মূলত যাবজ্জীবন সাজাপ্রাপ্ত আসামী তাদের হাতেই থাকে জেলের ক্ষমতা। সাধারণত এদের ভাষার ব্যবহার অত্যন্ত খারাপ। গোটা জেলের মধ্যেই ভাষার ব্যবহার বিশেষভাবে নজরে পড়ে। 'তুই' শব্দটি জেলের মধ্যে সবচেয়ে বেশি চলে। তুমি বা আপনি সম্বোধন এখানে চলে না। জেলের আমদানি ঘরে প্রথম রাতে কোনো শোবার ব্যবস্থা ছিল না, কারণ একটা ঘরে ছিল প্রায় দেড়শো জন। এর পর আমরা জানতে পারি আমাদের জন্য সেদিন রাতে কোনো খাবার ব্যবস্থাও ছিল না। কারণ কোর্টের নির্দেশ আসতে দেরি হওয়ায় রাতের খাবারের ব্যবস্থা করা হয়নি। আমাদানি ঘরের কয়েদিদের সর্দার মেহেরবান যাকে জেলের ভাষায় মেড বলা হয় সে আমাদের জন্য রাতে কিছু রুটির ব্যবস্থা করেছিল। পরে জেলার এসে আমাদের জন্য কিছু চিঁড়ে ও গুড় দিয়ে যান।

জেলের প্রথম রাতে আমদানি ঘরে সবচেয়ে সমস্যা ছিল খাবার জলের। শ'দেড়েক বন্দির জন্য কয়েকটা ড্রামে জল ভর্তি করে রাখা হত। এই জলই স্নান ও খাবারের জন্য ব্যবহৃত হত। শৌচালয়ের সংখ্যা চার হলেও তার সবগুলিতে জলের ব্যবস্থা ছিল না। এখানে বন্দি থাকা নাইজেরিয়ান বন্দিদের জন্য আলাদা দুটি বাথরুম ছিল, তাদের আলাদাভাবে খাওয়ার ব্যবস্থা হত। এদের কাছে বন্দিত্বের কারণ জানতে চাইলে এরা বলে পাসপোর্টের কারণে। সঠিক কারণ আমি বলতে পারব না। জেমস্ বলে একজনের সাথে আলাপ হয় যে আমাদের আন্দোলনের কথা জেনে সহানুভূতি জানিয়েছিল। ওরা প্রায় দেড় বছর ধরে এখানে রয়েছে। ওরা খুব ফুটবল খেলতে ভালবাসে এবং সবাইকে ফুটবল খেলতে উৎসাহ দেয়। ***চলবে***

সংশোধনী : গত সংখ্যায় প্রকাশিত অংশে মন্ত্রীর সঙ্গে ধর্মতলায় অবস্থানকারীদের আলোচনার কথায় একটু ভুল বোঝাবুঝির অবকাশ রয়েছে। ধর্মতলায় ধরনার দিন প্রথমে পুর ও নগরোন্নয়ন মন্ত্রী ফিরাদ হাকিম উচ্ছেদ প্রতিরোধ কমিটির প্রতিনিধিদের সঙ্গে ২৬ জুন সাক্ষাতের লিখিত প্রতিশ্রুতি দেন। পরে তিনি সেই তারিখ বদলে ৩ জুলাই করার কথা বলেন। কিন্তু তিনি লিখিত আকারে সেই সাক্ষাতের সময় দিতে অস্বীকার করেন। — রঞ্জন।

BOOK POST/REGISTERED JOURNAL
সংবাদমন্থন ৪ KHOBORER KAGOJ SAMBADMANTHAN (fortnightly) Vol 4 Issue 5 1 September 2012 Rs 2
Postal Regn No. KOL RMS/424/2011-2013
Regn no. RNI No. WBBEN/2009/33712

মানকরের যমুনা দিঘি

দীপংকর সরকার, হালতু, ২৯ আগস্ট •

বর্ধমান জেলার মানকর স্টেশনের কাছে অবস্থিত 'যমুনা দিঘি' পশ্চিমবঙ্গের প্রাকৃতিক বৈচিত্র্যের এক অনবদ্য জায়গা। হাওড়া স্টেশন থেকে ৬–১৫ মিনিটের ব্ল্যাক ডায়মন্ড ধরে মানকর স্টেশনে নামতে হবে। সেখান থেকে গুসকরাগামী বাসে চেপে ৭ কিমি দূরে এই 'যমুনা দিঘি'। মিনিট ২০ এই বাসের রাস্তা দিয়ে আসার সময়ই আপনার চোখে পড়বে দুপাশের ধানের খেত, শিরিষ, আম, কাঁঠাল ও শিশু গাছের সারি। মনে হবে প্রকৃতি যেন এখানে নিজেকে সাজিয়ে রেখেছে আমাদের অভ্যর্থনা করতে।

যমুনা দিঘি প্রায় ২৫ হেক্টর জায়গা জুড়ে গড়ে উঠেছে। এখানে রয়েছে প্রায় ৩৯টি জলাশয়, যার এক–একটির আয়তন আনুমানিক ২২ বিঘা। প্রত্যেকটি জলাশয়েই রুই, কাতলা, মৃগেল মাছের চাষ হয়। পশ্চিমবঙ্গের মৎস্য দপ্তরের উদ্যোগে এখানে মাছের চারা ছাড়া হয় এবং তা বড়ো হলে বিক্রি করা হয়। জলাশয়গুলির ধারে ধারে আছে রয়েছে আম, গুলমোহর, কাজুর গাছ। সারিবদ্ধভাবে লাগানো হয়েছে। এর পাশেই রয়েছে একটি লম্বা ক্যানেল, যার দুধারে সারিবদ্ধ গাছ লাগানো রয়েছে। ক্যানেলের ধার দিয়ে রয়েছে হাঁটা পথ। ক্যানেলের মধ্যে বোটিং–এর ব্যবস্থাও রয়েছে।

সকালের দিকে যমুনা দিঘির পরিবেশ অতি মনোরম। সারি সারি পরিযায়ী পাখির এখানে আনাগোনা থাকে। শামুক খোল, হেরণসহ বহু প্রজাতির পাখিদের বিচরণ ক্ষেত্র এই দিঘি। পক্ষীপ্রেমিকদের এটি একটি আদর্শ জায়গা। সকালের দিকে জেলেদের মাছ ধরতেও দেখা যায়।

যমুনা দিঘির পাশেই একটি কালী মন্দির রয়েছে। জলাশয়গুলির ধারে গাছের তলায় রয়েছে সিমেন্টের বাঁধানো বসার জায়গা। চারিদিকে শুধু জলাশয় আর অরণ্য। পাখিদের এখানে মুক্ত আকাশে সারিবদ্ধভাবে উড়তে দেখা যায়। এ দৃশ্য এখন কলকাতার মানুষ আর দেখতে পায় না। শহরের কোলাহল থেকে দূরে নিরিবিলি নির্জনে প্রকৃতির বুকে বসে কীভাবে সময় কেটে যায় তার হদিশ মেলে না।

যমুনা দিঘিতে রাত কাটানোর জন্য একটি লজ, তার নাম 'আম্রপালি ট্যুরিস্ট লজ'। সল্টলেকের বিকাশ ভবনের তৃতীয় তল থেকে এর বুকিং করা যায় (০৩৩–২৩৩৭৬৪৭০, ২৩৫৮৬৮৩২)।

খ ব রে দু নি য়া

পাকিস্তানে মার্কিন দ্রোণ হামলা বাড়ছে

আফগানিস্তানে ন্যাটো সেনার ওপর আফগান সেনার হামলা

কুশল বসু, ৩০ আগস্ট, কলকাতা •

ঈদ–উল–ফিতর এর সময় পাকিস্তানে দ্রোণ হামলা বাড়িয়েছে আমেরিকা। পূর্ব ওয়াজিরিস্তানের শাওয়াল উপত্যকার সুবেদার–এ ১৮ আগস্ট ঈদ উপলক্ষ্যে সংগঠিত হওয়া একটি অনুষ্ঠানে দ্রোণ থেকে ক্ষেপণাস্ত্র ছুঁড়ে ৬ জনকে হত্যা করে শুরু হয় এই হামলা। পরদিন এই উপত্যকারই মানা অঞ্চলে পাঁচটি দ্রোণ ক্ষেপণাস্ত্র হানা হয় একটি গাড়িতে, যাতে মারা যায় সাতজন। পরে উদ্ধারকারী দলকে লক্ষ্য করেও দ্রোণ হামলা চালানো হয় এবং আরও দু–জন মারা যায় তাতে। এর ঠিক দুদিন পরে ওই অঞ্চলেই আবার দ্রোণ হামলা চালানো হয়, যাতে বদরুদ্দিন হাক্কানি নামে এক সন্ত্রাসী নেতা মারা যায় বলে জানায় আফগানিস্তানের নিরাপত্তা বাহিনী। ২৪ আগস্ট এই উপত্যকার তান্দার অঞ্চলে এসময়ের সবচেয়ে বড়ো হামলায় ছটি ক্ষেপণাস্ত্র ছোঁড়া হয় এবং তাতে ১৮ জন মারা যায়। মার্কিন নিরাপত্তা বাহিনীর মতে, মৃতদের মধ্যে আছে পূর্ব তুর্কিস্তান আন্দোলনের নেতা এমেতি ইয়াকুফ। এই হামলাটির আগের দিনই পাকিস্তান আমেরিকার দূতাবাসে দেশের মাটিতে সার্বভৌমত্বের তোয়াক্কা না করে এই ধরনের বিমান হামলার প্রতিবাদ জানিয়েছিল। তাতে কর্ণপাত করেনি আমেরিকা।

অন্যদিকে আফগানিস্তানে ন্যাটো সেনাবাহিনীর ওপর আফগান সেনাবাহিনীর আক্রমণ বাড়ছে। গত ২০০৮ সাল থেকে শুরু হয়ে প্রতি বছর এই ধরনের আক্রমণের ঘটনা আগের বছরের থেকে দ্বিগুণ হয়েছে বলে জানিয়েছে 'লঙ ওয়ার জার্নাল' বলে একটি ওয়েবসাইট। এবছর এখনও পর্যন্ত আক্রমণ হয়েছে ২৯টি, তাতে মারা গেছে ৪৫ জন ন্যাটো সেনা আর আহত হয়েছে ৪৪ জন। আগস্ট মাসের শেষের দিকেই অন্তত তিনজন নিউজিল্যান্ডের সেনা ও তিনজন অস্ট্রেলিয়ান সেনা মারা গেছে আফগান সেনাবাহিনীর আক্রমণে। উল্লেখ্য ২০১৪ সালের মধ্যে আফগান সেনাবাহিনীকে শিখিয়ে পড়িয়ে ন্যাটো বাহিনীর আফগানিস্তান থেকে বিদায় নেওয়ার কথা।

আমেরিকায় প্রেসিডেন্ট পদপ্রার্থী নির্বাচন সমাবেশের বাইরে 'অকুপাই' বিক্ষোভ

কুশল বসু, কলকাতা, ৩১ আগস্ট, ছবি ও তথ্যসূত্র occupywallst.org •

আমেরিকার সবচেয়ে বড়ো নির্বাচন প্রেসিডেন্ট নির্বাচন। সেখানে দুই বড়ো দল রিপাবলিকান এবং ডেমোক্রেটিক পার্টি তাদের জাতীয় কনভেনশন করে কিছু প্রতিনিধিকে জড়ো করে তাদের মধ্যে থেকে রাষ্ট্রপতি এবং উপরাষ্ট্রপতি পদপ্রার্থী স্থির করে। আসন্ন প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে রিপাবলিকান পার্টি তাদের পদপ্রার্থীদের স্থির করল আমেরিকার টাম্পা শহরে, দু–হাজার দুশো ছিয়াশি জন প্রতিনিধি নিয়ে, ২৭ থেকে ৩০ আগস্ট।

এই রাজনৈতিক নাটকে আমেরিকার সাধারণ মানুষের সুখ দুঃখের কথা আলোচনায় আসে না। তাই ওই কনভেনশনকে সাধারণ মানুষের চাওয়া পাওয়ার কথা মনে করিয়ে দিতে টাম্পা শহরে অকুপাই ওয়াল স্ট্রীট আন্দোলনের কর্মীরা ওই চারদিন ধরে অহিংস বিক্ষোভ সমাবেশ করল। এই বিক্ষোভ সামাল দিতে আড়াইশো কোটি টাকা খরচ করেছে টাম্পা শহর কর্তৃপক্ষ। কাঁটাতার দিয়ে ঘিরে দিয়ে সমাবেশ করতে হয়েছে তাদের। বাইরে একটি প্রতিবাদের জায়গাও ঠিক করে দেওয়া হয়েছিল।

প্রথম দিনের বিক্ষোভের বিষয়বস্তু ছিল সাধারণের 'অর্থনৈতিক অধিকার', দ্বিতীয় দিন ছিল 'মানবাধিকার দিবস', তৃতীয় দিন ছিল 'যুদ্ধবিরোধী শান্তি দিবস' এবং চতুর্থ দিন ছিল 'পরিবেশ দিবস'।

বিভিন্ন ছোটো ছোটো সংগঠন ও কয়েক হাজার মানুষ এই চারদিন ধরে মিছিল করল সবার জন্য চাকরি, ঘর, এবং স্বাস্থ্য পরিষেবার দাবিদাওয়া নিয়ে। সন্ত্রাসী দ্রোণ হামলার বিরুদ্ধে, দেশে দেশে আমেরিকার যুদ্ধ এবং যুদ্ধ প্রস্তুতির বিরুদ্ধে বিক্ষোভ দেখানো হল।

৩০ আগস্ট 'সবার প্রথমে বসুন্ধরা' (দি আর্থ ফার্স্ট!) নামক একটি গোষ্ঠীর আটজন সদস্য, যাদের সবার বয়স বিশের কোঠায়, নিজেদের শৃঙ্খলে বেঁধে ফেলে সেখানকার টেকো বিগ বেন্ড তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রের গেটের কাছে রাস্তায় শুয়ে পড়ে গান গাইতে শুরু করে। তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রে পণ্য সরবরাহকারী ট্রাক আটকে যায়। অবরোধকারীদের সঙ্গে ছিল পোস্টার, 'একটি মৃত ধরিত্রীতে কোনো কর্মসংস্থান থাকে না' (নো জবস অন এ ডেড প্ল্যানেট)। সঙ্গে সঙ্গে একরাশ পুলিশ জায়গাটা ঘিরে ফেলে। গ্যাস কাটার ব্যবহার করে চারঘন্টা কসরৎ করে সেই মানবশৃঙ্খল কেটে তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রের রাস্তাটি অবরোধমুক্ত করে পুলিশ।

গত একবছর ধরে চলা অকুপাই আন্দোলনে আমেরিকার বিভিন্ন শহরে গড়ে ওঠা শতাধিক ক্যাম্পের অনেকগুলিই জোর করে তুলে দিয়েছে মার্কিন পুলিশ। বেধড়ক পেটানো হয়েছে আন্দোলনকারীদের, গত একবছর জুড়েই। অকুপাই আন্দোলনের মূল মুখপত্র 'দ্য অকুপায়েড ওয়াল স্ট্রীট জার্নাল'–এর ষষ্ঠ সংখ্যা থেকে জানা যাচ্ছে, ২০১১ সালের সেপ্টেম্বর মাস থেকে ২০১২ সালের এপ্রিল মাস অবধি ৭০০০ জন বিক্ষোভকারীকে গ্রেফতার করা হয়েছে। এই রিপাবলিকান পার্টির কনভেনশন উপলক্ষ্যে যে বিক্ষোভ, সেখানে অবশ্য কাউকে গ্রেফতার করা হয়নি। বরং পূর্ব পরিকল্পনা অনুসারে বিক্ষোভকারীদের জল, শৌচালয় এবং খাবার দিয়েছে পুলিশ।

অমানবিক দ্রোণের ব্যাপক ব্যবহার শুরু ভারতেও

শমীক সরকার, ৩০ আগস্ট, কলকাতা •

দিনেদুপুরে দেশের মাটিতে দ্রোণ বিমান, অর্থাৎ মনুষ্যবিহীন আকাশযান (ইংরেজিতে আনম্যানড এরিয়াল ভেহিকল বা ইউএভি) ব্যবহার করা শুরু করেছে ভারত সরকার। আপাতত তা ব্যবহার করা হচ্ছে নজরদারির জন্য। গত ১৫ আগস্ট কাশ্মীরের রাজধানী শ্রীনগরে বক্সি স্টেডিয়ামে সেখানকার মুখ্যমন্ত্রীর স্বাধীনতা দিবস পালন অনুষ্ঠানে এই দ্রোণ দিয়ে আকাশপথে নজরদারি চালানো হয় এবং তার ছবি তথ্য কন্ট্রোল রুমে পর্দায় দেখানো হয়।

উল্লেখ্য, একবছর আগে শ্রীনগর থেকে প্রকাশিত একটি কাশ্মীরি দৈনিক দাবি করেছিল, কাশ্মীর সীমান্তের 'লাইন অফ কন্ট্রোল' বরাবর দ্রোণ দিয়ে নজরদারি শুরু হয়েছে। প্রতি সন্ধ্যেবেলা মানসবাল আর্মি বেস থেকে দ্রোণ আকাশে ওড়ে এবং বান্দিপোরা ও কুপওয়ারার সীমান্ত বরাবর তা জীবন্ত কোনো কিছুর চলাফেরা হচ্ছে কি না তা নজর করে বলে পত্রিকাটিকে জানিয়েছিল এক আর্মি আধিকারিক। পরে সাংবাদিকদের কাছে এই তথ্যের সত্যতা স্বীকার করেছিলেন ভারতীয় সেনাবাহিনীর এক অফিসার জে এস ব্রার।

মধ্য ভারতের নকশাল উপদ্রুত বলে চিহ্নিত অঞ্চলে নজরদারির জন্য দ্রোণ ব্যবহার করার সরকারি পরিকল্পনা অনেকদিনের। এক বছর আগে ২০১১ সালের ৩০ আগস্ট লোকসভাতে একটি প্রশ্নের উত্তরে স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী জিতেন্দ্র সিং জানিয়েছিলেন, নকশাল উপদ্রুত অঞ্চলে দ্রোণ ব্যবহার করে নজরদারির পরিকল্পনা আছে, কিন্তু কবে থেকে তা শুরু হবে বলা যাচ্ছে না।

ভারত সরকার দ্রোণ বানানোও শুরু করে দিয়েছে। সন্ত্রাসবাদী এবং নকশাল দমনের কাজে ব্যবহারের জন্য ভারত সরকার দিন ও রাতে এবং প্রতিকূল আবহাওয়াতে নজরদারি চালানোর জন্য দ্রোণ বিমান রুস্তম–২ বানাচ্ছে। এর আগে ২০০৬–৭ সাল থেকেই আরেক ধরনের দ্রোণ লক্ষ্য–১ বানানো শুরু করেছে ভারত সরকার, যার তিরিশটি বানিয়ে এরই মধ্যে সেনাবাহিনীকে দিয়েও দেওয়া হয়েছে। একেকটি লক্ষ্য–১ বানাতে খরচ হয়েছে সাড়ে চার কোটি টাকা। প্রতিরক্ষা প্রতিমন্ত্রী এম এম পাল্লাম রাজু এবছরের মে মাসে লোকসভায় এইসব তথ্য জানিয়েছেন। এর আগে ১৯৯৯ সাল থেকে ১২টি নিশান্ত নামের দ্রোণ ব্যবহার করেছিল ভারত সরকার, কিন্তু সেগুলি ছিল অতিকায়।

গত ২৯ আগস্ট প্রতিরক্ষামন্ত্রক সূত্রে জানা গেছে, কাশ্মীরের উধমপুর আর্মি বেস–এর জন্য ২০টি 'ছোটো দ্রোণ' কেনা হচ্ছে, যেগুলির একেকটির ওজন হবে দশ কেজির কম।

প্রসঙ্গত আমেরিকা তার নিজের দেশে অনেকদিন ধরেই দ্রোণ ব্যবহার করে গোপন নজরদারি চালাচ্ছে। এই তথ্য ফাঁস হয় যখন মার্কিন তথ্য অধিকার সংস্থা 'ইলেকট্রনিক ফ্রন্টিয়ার ফাউন্ডেশন'–এর একটি মামলার জবাবে এবছর জানুয়ারি মাসে মার্কিন সরকার জানায়, ২০০৫ সাল থেকে বিভিন্ন সরকারি সংস্থা এই দ্রোণ নজরদারি চালাচ্ছে আমেরিকা জুড়ে। সম্প্রতি আমেরিকা এক ধরনের 'ক্ষুদ্র দ্রোণ' ব্যবহার করছে, যা রাতের অন্ধকারে এমনকী বাড়ির জানলার বাইরে উড়ে এলেও ঘরের ভেতরের কেউ জানতে পারবে না। এই দ্রোণ এমনকী মানুষের মুখ চিনতে পারে, হাতের ছাপের ছবি তুলতে পারে এবং অবশ্যই গুলি চালাতে পারে।

এবছরের ফেব্রুয়ারি মাসে শতাধিক মার্কিন সংস্থা দ্রোণ নজরদারি নিয়ে আইন করার দাবি তুলেছে, কারণ দ্রোণ ব্যবহার মানুষের ব্যক্তিগত গোপনীয়তা ভঙ্গ করছে।

বুলডোজারের সামনে দাঁড়িয়েছিল যে মেয়েটি

অরুণ পাল, বালি, হাওড়া, ২৯ আগস্ট •

আমাদের সামনে রয়েছে দুই আমেরিকার দুই বিপরীত ছবি। এক আমেরিকা তেলের লোভে সেনা পাঠিয়ে ইরাক দখল করে। আর এক আমেরিকা ইরাক যুদ্ধের বিরুদ্ধে বড়ো বড়ো শহরে লাখো লাখো মানুষের মিছিলে আওয়াজ তোলে, 'ইরাক যুদ্ধ বন্ধ করো'। র‍্যাচেল কোরি এই দ্বিতীয় আমেরিকার মেয়ে।

প্যালেস্টাইনের জনগণের নিজেদের রাষ্ট্র গঠনের দাবিতে ইজরায়েলের সরকারের বিরুদ্ধে আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকারের লড়াই দীর্ঘদিনের। তবে পশ্চিমি সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলির মদতপুষ্ট ইজরায়েল সরকারের তাতে কিছু এসে যায় না। তারা সামরিক শক্তির বলে প্যালেস্টাইনের মানুষের নিজেদের স্বাধীন রাষ্ট্র গঠনের লড়াইকে দমিয়ে রেখেছে। তেইশ বছরের আমেরিকান ছাত্রী র‍্যাচেল কোরি ছুটে গিয়েছিলেন প্যালেস্টাইনের গাজা স্ট্রীপে সেখানকার জনগণের লড়াইয়ের পাশে। র‍্যাচেল হাতে অস্ত্র তুলে নেননি। তিনি নির্ভয়ে অটল পাহাড়ের মতো দাঁড়িয়ে ছিলেন ইজরায়েলি বুলডোজারের সামনে।

সেটা ছিল ২০০৩ সালের মার্চ মাসের ঘটনা। প্যালেস্টাইনবাসীর দ্বিতীয় 'ইন্তিফাদা' তখন এক শীর্ষবিন্দুতে পৌঁছেছে। ইজরায়েলের শাসকদের বিরুদ্ধে প্যালেস্টাইনবাসীদের শান্তিপূর্ণ আন্দোলনের নাম ইন্তিফাদা। এই আন্দোলন দমনের উদ্দেশ্যে ইজরায়েলি সরকার গাজা স্ট্রীপে প্যালেস্টাইনবাসীদের বাড়িগুলি একের পর এক ভেঙে দিচ্ছিল এক প্রতিশোধমূলক মানসিকতা নিয়ে। বিশ্ব মানবতা রক্ষার এক বৃহত্তর তাগিদে রাচেল বুক ভরা সাহস নিয়ে সেই বুলডোজারের সামনে দাঁড়ালেন। তাঁর পরনে ছিল কমলা রঙের পোশাক। বুলডোজার পিষে দিল তাঁর শরীর। রচিত

হল প্যালেস্টাইন আন্দোলনের এক আন্তর্জাতিক ইতিহাস।

র‍্যাচেলকে নিয়ে লেখা নাটক বিশ্বের দশটি দেশে অভিনীত হয়েছে, বই লেখা হয়েছে, তথ্যচিত্র তৈরি হয়েছে। প্যালেস্টাইন আন্দোলনের সাহায্যকারী একটি জাহাজের নাম রাখা হয়েছে 'র‍্যাচেল'। তাঁর পরিবারের পক্ষ থেকে ইজরায়েলের আদালতে ইজরায়েলি সরকারের বিরুদ্ধে একটি হত্যার মামলা দায়ের করা হয়েছিল। দীর্ঘ নয় বছর মামলা চলার পর গত ২৮ আগস্ট ২০১২ বিচারক প্রত্যাশিতভাবেই রায় দিয়েছেন, র‍্যাচেলের মৃত্যুর জন্য ইজরায়েলি সরকার কোনোভাবেই দায়ী নয়। ভিড়ে ঠাসা আদালতকক্ষে দীর্ঘ রায়ে বিচারক র‍্যাচেলের মৃত্যুকে একটা দুর্ঘটনা বলে উল্লেখ করেছেন। সেদিনের রায় ঘোষণার পর এক সাংবাদিক সম্মেলনে র‍্যাচেলের পরিবারের আইনজীবী হুসেন আবু হুসেন আবেগদৃপ্ত কণ্ঠে বলেন, 'সারা বিশ্বের মানবাধিকার আন্দোলনের কর্মীদের কাছে আজকের দিনটা একটা কালো দিন হিসাবে চিহ্নিত থাকবে।'

ফের গাবা শহরে দুই তিব্বতীর আত্মহনন

কুশল বসু, কলকাতা, ৩১ আগস্ট, সূত্র tibet-network.org/ •

২৭ আগস্ট তিব্বতের গাবা শহরে আবার দুই তিব্বতী কিশোর নিজেদের গায়ে আগুন জ্বালিয়ে আত্মাহুতি দিয়েছে। দু'জনেই কিরতি মনাস্টারির সঙ্গে যুক্ত। একজনের নাম লোবসাঙ কালসাঙ (১৮) এবং অন্যজন তার আত্মীয় দামচো (১৭)। এদের মধ্যে দামচো–র দিদি তেনজিন চোয়েদ্রন এবছরের ফেব্রুয়ারি মাসে গায়ে আগুন দিয়ে আত্মাহুতি দিয়েছিলেন।

খবরের কাগজ
সংবাদমন্থন
মঙ্গলবার দুপুর ৩টে থেকে সন্ধ্যে ৭টার মধ্যে সরাসরি যোগাযোগের কেন্দ্র
বাকচর্চা, ৫০ সীতারাম ঘোষ স্ট্রীট, কলকাতা ৯; চলভাষ : ৯৮৩৬৯৬১৩৪১
সংবাদ, চিঠি, টাকা, মানি অর্ডার, গ্রাহক চাঁদা পাঠানোর ঠিকানা
জিতেন নন্দী, বি ২৩/২ রবীন্দ্রনগর, পোস্ট বড়তলা, কলকাতা ৭০০০১৮
দূরভাষ : ০৩৩–২৪৯১৩৬৬৬, ই–মেল : manthansamayiki@gmail.com
বছরে ২৪টি সংখ্যার গ্রাহক চাঁদা ৪০ টাকা। বছরের যে কোনো সময় গ্রাহক হওয়া যায়। ডাকযোগে পত্রিকা পাঠানো হয়।

স্বত্বাধিকারী জিতেন নন্দী কর্তৃক বি ২৩/২ রবীন্দ্রনগর, পোস্ট অফিস বড়তলা, কলকাতা ১৮ হইতে প্রকাশিত এবং তৎকর্তৃক প্রিন্টিং আর্ট, ৩২এ পটুয়াটোলা লেন, কলকাতা ৯ হইতে মুদ্রিত।
Printer, Publisher and Owner Jiten Nandi. Printed at Printing Art, 32A Patuatola Lane, Kolkata-9. Published at B23/2, Rabindranagar, PO-Bartala, Kolkata-18. Editor-Jiten Nandi, B23/2, Rabindranagar, PO-Bartala, Kolkata-18.